



**INTERNSHIP REPORT
ON**

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

Submitted To

Mr. Aftab Hossain

Lecturer (Senior Scale)

Department of Journalism & Mass Communication

Faculty of Humanities and Social Science

Daffodil International University

Submitted By

Md. Farhad Hossan Chowdhury

ID: 153-24-520

Batch: 26th

Department of Journalism & Mass Communication

Faculty of Humanities & Social Science

Daffodil International University

Date of Submission: 9th September, 2019

Letter of Transmittal

09 August 2019

Aftab Hossain

Lecturer (Senior Scale)

Department of Journalism & Mass Communication

Faculty of Humanities & Social Science

Daffodil International University

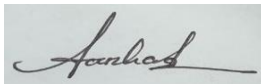
Sub: Submission of Internship Report

Dear Sir,

I am pleased to submit the Internship report as a partial fulfillment of BSS (Hon's) in journalism & mass communication. The internship was assigned to me as a partial requirement for the degree of the Bachelor of Social Science (BSS). I am very grateful to my Supervisor, the daily Alokito Bangladesh authority and the university for giving me the opportunity to complete my internship program. I have tried to combine all the necessary data available in order to come up with a complete report. I believe that this report will serve the purpose of my internship program.

I would like to thank you for your extraordinary advise, direction & to be my supervisor to complete my internship report successfully.

Sincerely



.....

Md. Farhad Hossan Chowdhury

ID: 153-24-520

Department of Journalism & mass communication

Faculty of Humanities & Social Science

Daffodil International University

Certificate of Approval



I am pleased to certify that the Internship report on the Daily Alokito Bangladesh prepared by Md.Farhad Hossan Chowdhury bearing ID No: 153-24-520 of the department of Journalism and Mass Communication has been approved for presentation and defense. Under my supervision Md.Farhad Hossan Chowdhury worked with the Daily Alokito Bangladesh as an intern. He completed the work during the Summer, 2019, semester.

I am pleased to certify that the data, the findings presented in the report are the authentic work of Md.Farhad Hossan Chowdhury bears a good moral character and a very pleasing personality. It has indeed a great pleasure working with him. I wish him all success in life.

.....

Academic Supervisor

Aftab Hossain

Lecturer (Senior Scale)

Department of Journalism and Mass Communication

Daffodil International University.

Ref.: AB/HR/01/19/0323

29 August 2019

To Whom It May Concern**Internship Certificate**

This is to certify that Mr. Md. Farhad Hossan Chowdhury, S/O- Mr. Md. Abdur Rahman Chowdhury, a student of BSS (Hons.) in Journalism and Mass Communication (ID : 153-24-520), Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh, has successfully completed 3 (three) months internship programme from 29 May 2019 to 28 August 2019 with The Daily Alokio Bangladesh.

During his stay with the Daily he was found punctual, hardworking and inquisitive.

We wish him all the best.



Kazi Ali Reza
Joint Editor

151/7, Green Road, 4th-5th Floor, Dhaka-1205 • Bangladesh.

GPO Box 3024 • P : 88-02-9110572, 9110701, 9110853, 9123703 • M : 01778945943 • F : 88-02-9121730

E : info@alokitobangladesh.com, alokitobd7@gmail.com, alokitobdad@gmail.com • www.alokitobangladesh.com

Acknowledgement

This internship has been a very good experience for me because my internship has given me a chance to understand the real world outside the classroom.

With a grateful heart I would like to remember all the people who have helped me during the course of my internship program. I express my deep sense of gratitude to my honorable Sir Mr. Aftab Hossain for his outstanding supervision for which it has been possible for me to create a good combination of textbook and practical knowledge in preparing this report.

I would also like to thank the authority of the Daily Alokito Bangladesh for giving me the opportunity to do my internship in their well known organization. The experience and knowledge I gained at the Daily Alokito Bangladesh helped me understand different elements related to my study. For this very reason, I would like to thank Mr. Humayun kabir Tomal Special correspondent and Shift Incharge of the Central desk of the newspaper for helping me to join the organization as an intern.

I am especially thankful to Mr. Sheikh Mohammad Shafiul Islam, Accociate Professor, Daffodil International University, Mr. Anayatur Rahman, Lecturer, Daffodil International University, and Mrs. Sharmin sultana , Assistant coordinator officer, Daffodil International University for their cooperation on my internship placement and valuable suggestions. I also thankful to the authority of Daffodil International University.

Md.Farhad Hossan Chowdhury

Table Of Content

SL No.	Content	Page No.
Chapter-1: Preface		
1.1	Background of the organization	2-5
1.2	What is Internship	6
1.3	Background of my Internship	6
1.4	About my supervisor	7
1.5	Duration of the Internship program	7
Chapter-2: Activities During Internship		
2.1	Weekly Activities	9-12
2.2	Work place log	13
Chapter-3: Learning & Experience		
3.1	Knowledge Gathering	15
3.2	Tools & Technologies used	15-16
3.3	Special Experience	16
Chapter-4: Evaluation		
4.1	Academic learning & Practical work	18
4.2	Expectation & Outcome	18
4.3	Skills developed	19
4.4	Experience & Future Career	19
Chapter-5: Conclusion		
5.1	SWOT Analysis	21-22
5.2	Recommendations	22
References		23
Annex		24-61

Chapter-1

Preface

1.1: Background of the organization

The daily Alokito Bangladesh is a nationally renowned newspaper, an organization of Akokito Media limited of Dhaka Ahsania Mission. It's founder is Kazi Rafiqul Alam owner of Dhaka Ahsania Mission and editor of the daily Alokito Bangladesh.

The journey of this Alokito Bangladesh began in 2013. The news paper was first published on 20th may 2013. The newspaper has a circulation of 1.5 million. It's also published in two ways. One is print version and the other is online version. This Newspaper has won the hearts of consumers in a very short time. It has published completely in bangle.

Moreover, the newspaper is published from Dhaka. The Alokito Bangladesh office is located at 15/7 green road, good luck tower.

**This is the front page of The daily Alokito Bangladesh



উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

বিহার সংবাদ



টোটে সালে সৌম্য : পৃষ্ঠা ৬

সুর নরম করে পাকিস্তানকে আলোদানার বাতী মোদার : পৃষ্ঠা ৮

গেম করতে ডান কাটাটানা কাইফ : পৃষ্ঠা ৫

অক্টোবর ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বৈশি: ৯৮.৫৮ ৫৯৯৮ | বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৩০ | ১০ পাতা ১৯০০ | ১৬ জনসংখ্যা লক্ষ ১৯০০ বিহার

www.alokitobangladesh.com

thealokitobangladesh

১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

চুড়িহাটা যেন মৃত্যুপুরী

পুরান ঢাকায় ভয়াবহ আশুনে প্রাণ গেল ৬৭ জনের; দক্ষ অর্ধশতাধিক

সার্বজনিক ব্যবহারে প্রাথমিক স্টেশন; তদন্ত কমিটি গঠন; ৪০ মাসের পরিচালনা শাস্তি; তদন্ত মর্মে থেকে হাজারে অভিযোগ উঠে; উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

শিবির প্রতিবেদক
সকলের মতো পড়ে ১৩টি। রাস্তাঘাটের পুরনো ভবনগুলোতে মৃত্যুহারের হার বেশি...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯



মরান ভবনগতের চুড়িহাটা এলাকায় অসংখ্যক পাহারা করে কয়েক মাসের উদ্ধারকার্য; দুর্ঘটনাগতের মর্মে ৪০মাসেরিক মরানগত



মরান ভবনগতের মরানগতের মর্মে ৪০মাসেরিক মরানগত; ৪০মাসেরিক মরানগত

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

আহাজারিতে ভারি ঢাকার বাতাস

শিবির প্রতিবেদক
শিলা হঠাৎ পড়তে শুরু হয়েছে ঢাকার বাতাসে। ঢাকার পুরনো ভবনগুলোতে মৃত্যুহারের হার বেশি...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিশ্ব গণমাধ্যমে চকবাজারের অগ্নিকাণ্ড

শিবির প্রতিবেদক
ঢাকার পুরনো ভবনগুলোতে মৃত্যুহারের হার বেশি...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

এক লাখ ইয়াবা ও ট্রান্সারসহ ১১ রোহিঙ্গা আটক

শিবির প্রতিবেদক
ককচড়িয়াতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী মরানগতের মর্মে ৪০মাসেরিক মরানগত...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে দেবে শ্রম মন্ত্রণালয়

শিবির প্রতিবেদক
শ্রমিকদের পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে দেবে শ্রম মন্ত্রণালয়...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নিমতলী থেকে চুড়িহাটা

শিবির প্রতিবেদক
সকলের মতো পড়ে ১৩টি। রাস্তাঘাটের পুরনো ভবনগুলোতে মৃত্যুহারের হার বেশি...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সরকারের কর্তব্যক্রিয়া যা বললেন

শিবির প্রতিবেদক
শিলা হঠাৎ পড়তে শুরু হয়েছে ঢাকার বাতাসে। ঢাকার পুরনো ভবনগুলোতে মৃত্যুহারের হার বেশি...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

যেভাবে ঝরল এত প্রাণ

শিবির প্রতিবেদক
শিলা হঠাৎ পড়তে শুরু হয়েছে ঢাকার বাতাসে। ঢাকার পুরনো ভবনগুলোতে মৃত্যুহারের হার বেশি...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সরকারের দায়িত্বহীনতায় মানুষ জীবন হারাচ্ছে

শিবির প্রতিবেদক
সরকারের দায়িত্বহীনতায় মানুষ জীবন হারাচ্ছে...
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

Advertisement for GENERAL and Equipro Pharma Ltd. with contact information and product details.

Advertisement for a service or product, featuring a list of items and prices.

Advertisement for 'প্রবাসীরা পাচ্ছেন এনআইডি' (Overseas citizens get NID) with details on how to apply.

Advertisement for 'অপরিচালিত ইয়াবা' (Uncontrolled drugs) with a warning and contact information.

****This is the back page of The daily Alokito Bangladesh**



প্রাচীনতম বাড়াতে পৈপে পাভা
আন্দোলিক ডেস্ক
এ বছর কামারের হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।



দেলুকি বলাবে হাঙ্গামা
আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।



সুসংবাদ প্রতিদিন
alokitob7@gmail.com
হাঁসে বাড়ি গাড়ি
আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

আলোকিত বাংলাদেশ
www.alokitobangladesh.com

পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা পেল পরিচয়পত্র
আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

রাজশাহীতে গতি নেই মশক নিধনে

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে যাত্রীর ঢল

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।



রংপুরে ছয় হাজার টন ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হবে
আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

ফায়ার শোশন বন্ধ চায় বছর, ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে যাত্রীর ঢল

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

ক্রোতা কম থাকলেও সবজির দাম চড়া

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

বঙ্গবন্ধু সেন্টার পূর্ব প্রান্তে ট্রেন দাঁড়াতে ছয় ঘণ্টা পর উত্তর দক্ষিণের সঙ্গে যোগাযোগ চালু

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

আপনি কি ঈদের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছেন?

যারা ঈদের ছুটিতে বাড়ী যাবেন অনুগ্রহ করে বাসার পানির বাসতি, ড্রাম, হাড়ি, পাতিল, গামলা, বাটি-বাটি, ফুলের টব, এলি, এয়ারকুলার ও রেফ্রিজারেটরের ট্রে ইত্যাদির পানি ফেলে তকিয়ে যাবেন। খেদাল রাখবেন, ছুটিকালীন সময়ে আপনার বাসার এবং আশেপাশে যেন কোনভাবেই পানি জমে না থাকে এবং এডিস মশার জন্ম না হয়।

চার জেলায় হাঙ্গামে নিহত ৮

আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।

অষ্টোপাস মুখে নিয়ে ফটোসেশন, অতঃপর...

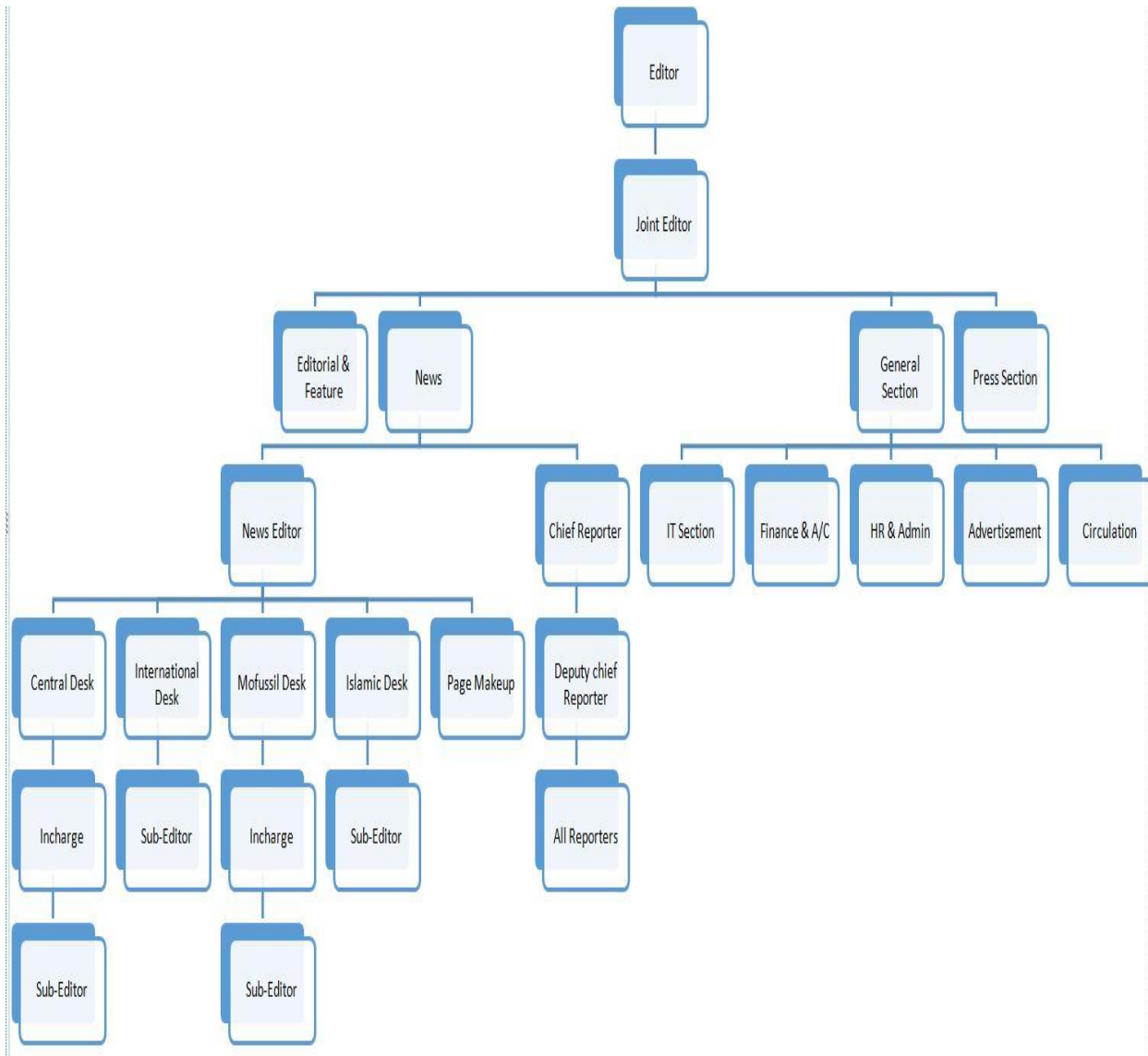
আন্দোলিক ডেস্ক
হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে। হাঙ্গামে মেনে মজার মজার করে বাড়াতে।



প্রয়োজনে হটলাইন ১৬২৬৩-তে ফোন করুন।

এম আই এস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Organogram of the daily Alokito Bangladesh



1.2: What is Internship

An internship is about value skills by gaining experience. Internship works to build bridge with studies. In fact, it's uses for gaining practical experiences.

After graduation everyone is not so proficient in his/her subject. So, he has to standardize his academic education in any company or talented work that he has determined, after completing studies nobody can be skillful. So, internship is the training that is given to him for his experience in doing internship.

1.3: Background of my internship

The reason of my intern or choice Alokito Bangladesh, it is a national newspaper. It has good reputation across the country. Moreover, it is the institution of a widely discussed Dhaka Ahsania Mission. This newspaper does not bow to injustice. It always holds the true direction to the people of the country. Also there are some special feature of this newspaper that are little bit different than others.

There is a special aspect of this is the Islamic page, which is not seen in all newspaper. Besides, there are lots of facilities of this organization/institution. That's why I choose the organization.

1.4: About my Internship

He is my supervisor. His name is Mohammad Morshedul Alam. He is the Joint News Editor of the Alokito Bangladesh.



He is a brave journalist and so beautiful his behavior as like as character. He is very helpful person and nowadays that is rare to see. Every person has lots of thing to learn from him. He is also a very good man. He has sufficient respect for everybody in the office.

1.5: Duration of the Internship program

Last 3 months I can perform internship in the daily Alokito Bangladesh. 29 May to I work 7 hours in everyday in a single week. It can be finished at 28 August.

Chapter-2

Activities During Internship

2.1 List of weekly Activities

1st week (June-1 to June 7)

- ▶ I Introduced myself & everyone got Introduced.
- ▶ Get Instruction from Shift Incharge Humayun kabir Tomal & About my sector in Alokito Bangladesh.
- ▶ The 1st week was work how to copy news & how to edit.

2nd week (June-8 to June 15)

- ▶ Good Idea about editing.
- ▶ Continue news editing.
- ▶ Translated a international news.

3rd week (June-16 to June 22)

- ▶ Central desk offer.
- ▶ Continue news editing.
- ▶ Creating Weather news.

4th week (June-23 to June 28)

- ▶ Discuss with joint news editor about my work.
- ▶ Continue news editing.
- ▶ Wrote a special report.

5th week (July-6 to July 12)

- ▶ press release edit.
- ▶ Continue news editing.
- ▶ Comfile news editing.

6th week (July-13 to July 19)

- ▶ Some news collect others news portal & Edit.
- ▶ 2 International news edit. (India,Kashmir)
- ▶ Continue news editing.
- ▶ Comfile news editing.

7th week (July-20 to July 26)

- ▶ Some news collect others news portal & Edit.
- ▶ Some political news editing.
- ▶ Comfile news editing.
- ▶ Page makeup.

8th week (August-3 to August 8)

- ▶ Some news collect others news portal & Edit.
- ▶ Continue News Editing.
- ▶ Comfile news editing.
- ▶ Page makeup.

9th week (August-9 to August 17)

- ▶ International news editing.
- ▶ Page makeup.
- ▶ Comfile news editing.

10th week (August-21 to August 28)

- ▶ Some press release editing.
- ▶ Page makeup.
- ▶ Some Official directions from Shift Incharge.
- ▶ I talk with supervisor about my work experience.

2.2: Work place log



Department of Journalism & Mass Communication
Intern Attendance form

Name of the intern: Md. Farhad Hassan Chowdhury Place of Internship: *The daily Abkito Bangladesh*
Name of the supervisor: MOHAMMAD MORSHEDUL ALAM Subject:

S.N	Week	Entry(time)	Exit(time)	Work status
1	June 1st week	3:00 pm	10:00 pm	Introduce and Editing some international news
2	June 2nd week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
3	June 3rd week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
4	June 4th week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
5	July 1st week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
6	July 2nd week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
7	July 3rd week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
8	July 4th week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
9	August 1st week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up
10	August 2nd week	3:00 pm	10:00 pm	News Editing and page make up

MORSHEDUL ALAM
20.07.2022

Chapter-3

Learning & Experience

3.1: Knowledge Gathering

I can perform to my internship properly at the daily Alokito Bangladesh. In this 3 months I can gather my knowledge about this institution. I can work to this paper at central desk post. Sometimes I can work at international editors part. On the other hand I can also perform at entertainment desk, religion purpose desk, business desk, Sports desk and also gather experience in this part.

I work in this paper at sub-editor in central desk. In this desk i can how to collect news in this part. Bangladesh have lot of news central desk .Every site of desk i can work. Other site the news can also be include environmental news, sad news, Good news, press release now can be copy to other news portal. I can be learn about it. Every newspaper have a sub- editor. Sub-editor can be instruction how to prepare a news. Which colum can be situated which part of paper. It will be decided to sub-editor. In this part I can learn how to makeup to the news. On the other hand, I can learn how to manage a office every member in this office to have a good relationship each other i can learn also.

3.2: Tools & Technologies used

In this paper various equipment and technology can be used. In this house firstly needed internet connection. Every work in this house to be needed internet connection. Computer, UPS, Telephone, Printer etc is the important part of this office. On the other side can be included IT sector. Computer Microsoft word can be used to work.

If load shedding , we can be used UPS to supply electricity. Every sub-editor can be used telephone to solve this problem about our editing. Alokito Bangladesh can be used windows server 2012. In this device we used E-set anti-virus system.

3.3: Special Experience

I am a student of the Daffodil International University at journalism and Mass Communication. In my hon's course at 4 years I can not contact any media house. I can not know about how to work at paper office and to make a news in office.

When I can join in Alokito Bangladesh. I can gather more experience about how to edit the news, how to work at this news collection in this central desk. I can join and started a news editors in this desk and 1st june first my editing news are published in Alokito Bangladesh in this day. I can pleased and special day in my life

Chapter-4

Evaluation

4.1 : Academic learning & Practical work

4 years I can be finished my hon's course at journalism and mass communication. In my student life I can learn in the paper to TV channel, online news portal, Media history. Other experienced journalist life history can be also read. Other side of my country (others country), paper, news channel how to work I can be known.

I can also visited Jamuna TV first time. After finished my hon's course I can work in this paper at last 3 months. Academic knowledge and practical knowledge have some different but I can gather knowledge about our academic side. I can learn about my academic knowledge how to perform headline, introduction, finishing side at serialy in my academic knowledge and page makeup setting, also learn about my academic knowledge. Practical experienced also be aoolied my academic knowledge and every site of this work are fulfill my applying our practical knowledge.

4.2 : Expectation & Outcome

I had completed my hon's in journalisam. I could learn many things in my study life. When I got an opportunity as intern in the daily alokito Bangladesh , I thought academic learning and practical work may not be same. May be it will tought to accommodate.

But when I started working my thinking was change.I wanted to utilize my academic knowledge in real life experience and I could done that. I gained a good experience.

4.3 : Skills developed

During Working 3 months in the daily alokito bangladesh as an intern I gained a lot .i could developed my skill.

As like:-

1. Compile news
2. Mourn news
3. Positive news
4. Panel news
5. Different news
6. Backtop news
7. Weather news
8. Bangle typing
9. Page makeup

4.4 : Experience & Future Career

This experience will help me a lot for my future carrier. I thought this experience will be the backbone of my dream to be a great journalist.

Chapter-5

Conclusion

5.1: SWOT Analysis

Strengths:

- Reputable.
- Best readership.
- Strong Source.
- Have best reports.
- Everyday published update news.

Weaknesses:

- Political influence.
- Office management problem.
- Not enough employers.

Opportunities:

- Office place afford be onward.
- Employees afford be employed to promote news virtue.
- Facilities actual employees pleasure, afford be onward.
- Management afford be excellent.

Threats:

- Loosing command for the ruling party policy.
- Onward struggle from various dailies.
- Online news abate encash of hard copies.

5.2: Recommendations

Alokito Bangladesh is one of the elite news paper in our country.its circulation more over one lakh fifty thousand.due to lot of impedements this institution runs well. Some opinion about this media

1. Online should be more updated.
2. Entertainment page should be coloured
3. Update everyday e-paper
4. Enrich employes
5. Copy should be avoid
6. Saperate place of intern
7. Wage bord shoul be implement
8. Ensure employes satisfaction

References

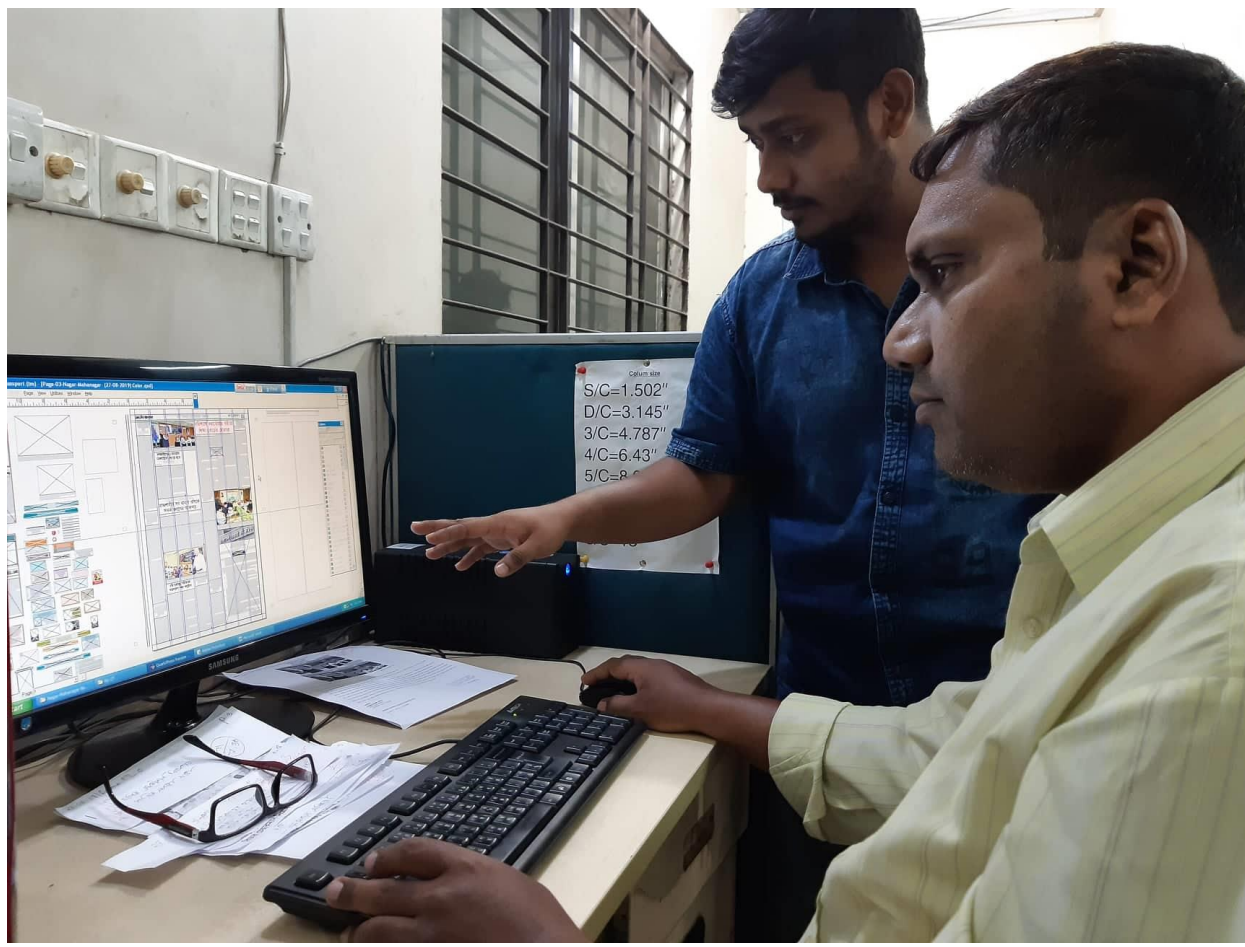
1. https://www.google.com/search?q=Alokito+Bangladesh+logo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VoY7hYwFhzpnPM%253A%252Co3zNzeYM9Zd8KM%252C &vet=1&usg=AI4 - kQ3_qjFfArr4qhuKUjmfle9xqd1uw&sa=X&ved=2ahUKEwiT4Yru06nkAhWa6nMBHYwxAOoQ9QEwAXoECACQBg#imgrc=K9mpHu2BvaPT5M:&vet=1
2. <https://www.google.com/search?q=daffodil+international+university+logo&oq=Daff&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l4.3043j0j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
3. <http://alokitobangladesh.com/epaper/>

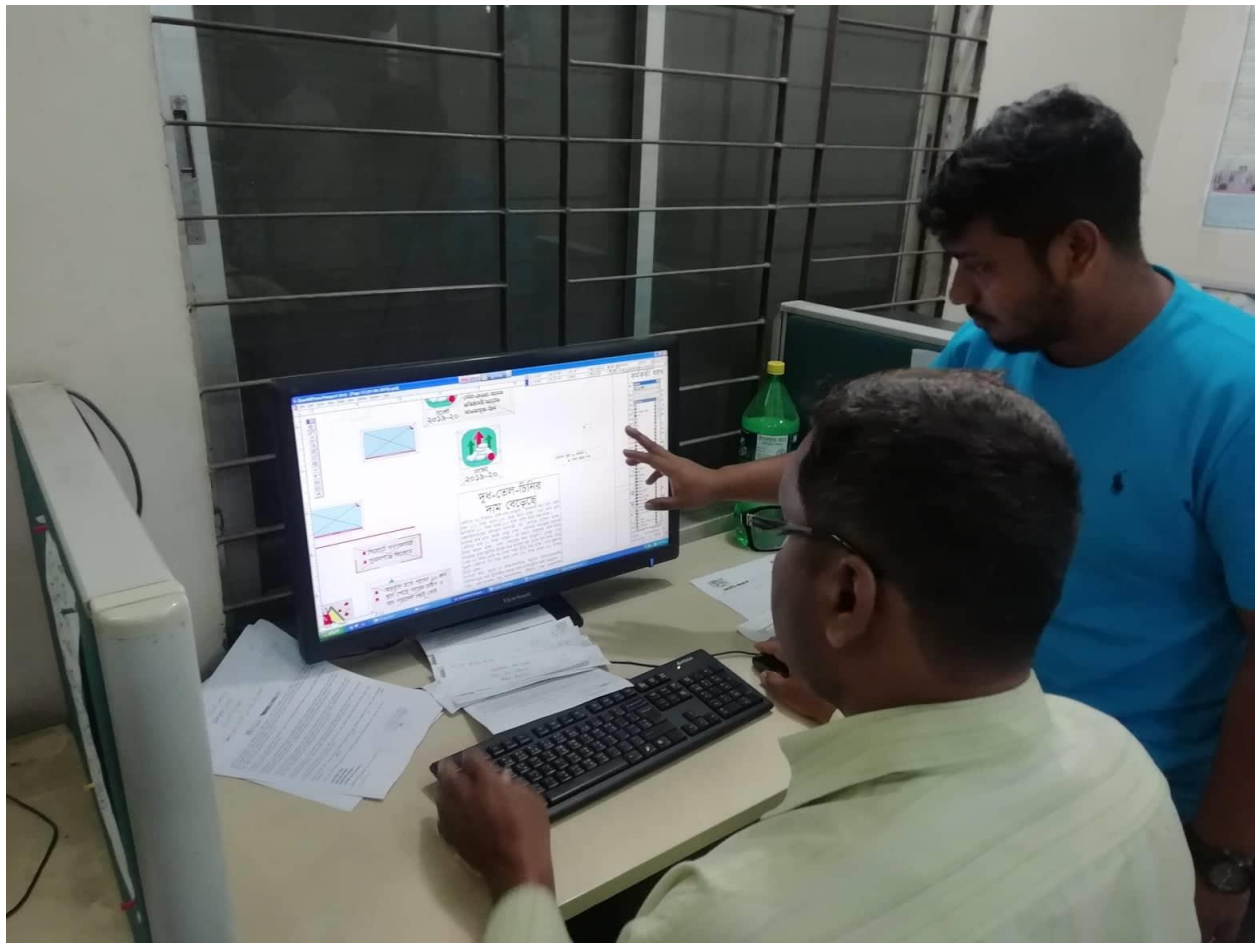
Annex

All Sub-Editor In Alokito Bangladesh

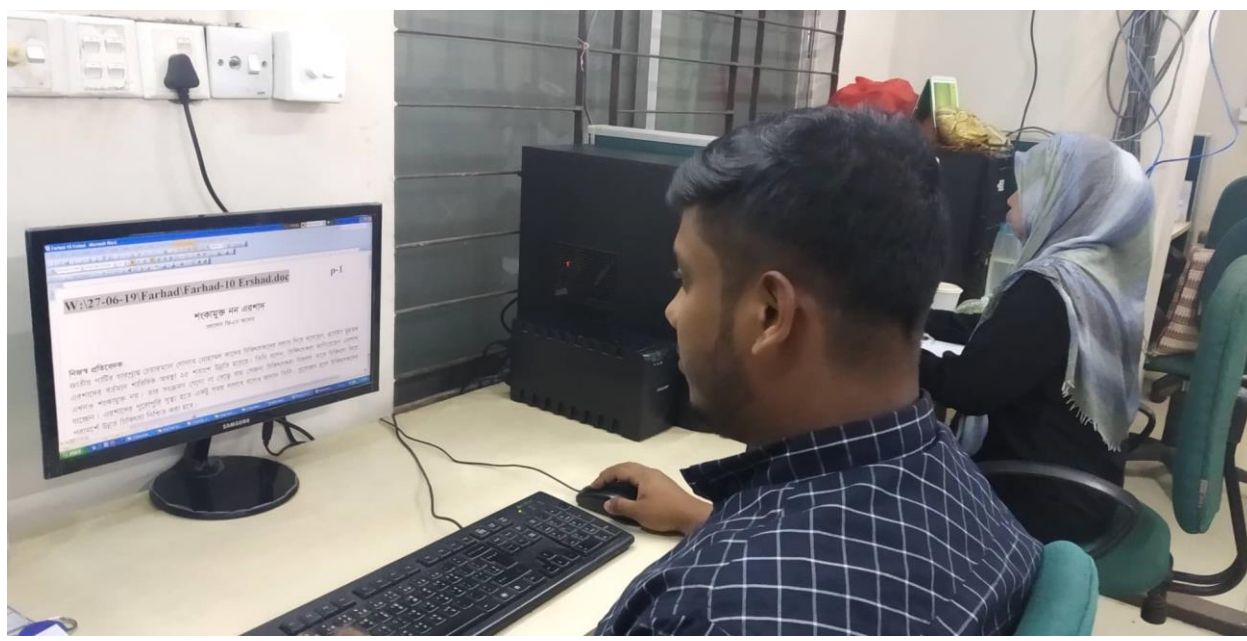


When I give direction to page makeup



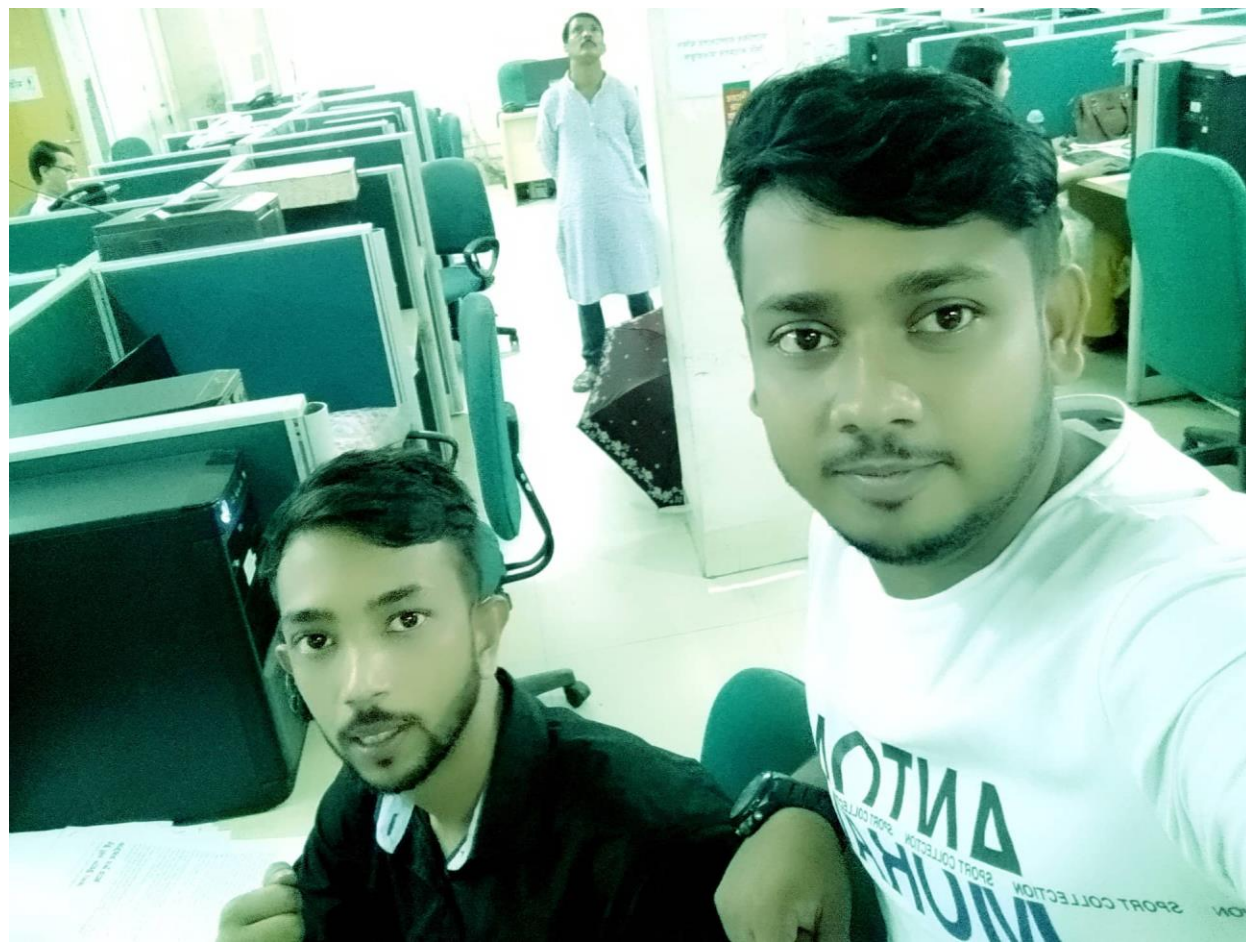


This is my desk in Alokito Bangladesh





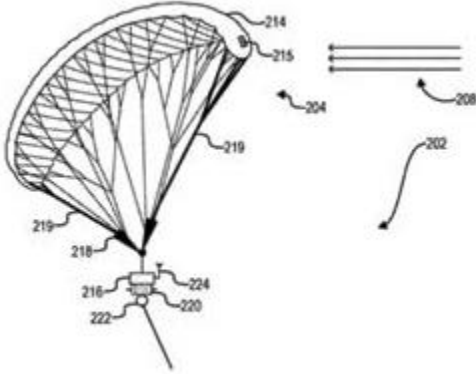
Office time with my friend



My 3 month internship showed some important work:-

W:\01-06-19\Farhad\Farhad-1 BT.doc

p-12



ফেইসবুকে ঘুড়ি ড্রোন!

● আলোকিত ডেস্ক

নতুন ড্রোনের জন্য পেটেন্ট আবেদন করেছে ফেইসবুক। প্রথাগত ড্রোন থেকে অনেক আলাদা হবে এ ড্রোন। পেটেন্টে দেখা গেছে, ড্রোনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় উড়বে দুটি ঘুড়ি। প্রযুক্তি সাইট ভার্জের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘুড়ি দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ওড়ানো যাবে। আর ওড়ার সময় এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ফেইসবুকে ঘুড়ি ড্রোন!

আলোকিত ডেস্ক

নতুন ড্রোনের জন্য পেটেন্ট আবেদন করেছে ফেইসবুক। প্রথাগত ড্রোন থেকে অনেক আলাদা হবে এই ড্রোন। পেটেন্টে দেখা গেছে ড্রোনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় উড়বে দুইটি ঘুড়ি। প্রযুক্তি সাইট ভার্জের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘুড়ি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ওড়ানো যাবে। আর ওড়ার সময় নিজে নিজেই শক্তি উৎপাদন করবে ড্রোনটি।—খবর বিডিনিউজ

আপাতত এই প্রকল্প শুধু পেটেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পণ্যটি আসলেও বানানো হবে কিনা তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে এই ড্রোনের জন্য পেটেন্ট আবেদন করেছিল ফেইসবুক। এতে বলা হয়, প্লেন বা হেলিকপ্টারের মতো নকশার চেয়ে ঘুড়ি ড্রোন আরও উন্নত হবে। এর ওজন হবে অনেক কম। ফলে এটির খরচ এবং আকারও কমে আসবে। আবার চাইলে ঘুড়ির আকার বড় করে ড্রোনের আকারও বড় করা যাবে। এ ধরনের এক বাক ড্রোন রিমোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর এর সঙ্গে যুক্ত সোলার প্যানেল এবং পাখার নড়াচড়া থেকে ড্রোনের জন্য শক্তি তৈরি হবে। ২০১৬ সালে অ্যাকুইলা ড্রোন ইন্টারনেট প্রকল্প নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে ফেইসবুক। বিশাল আকারের ওই ড্রোন প্রথম উড্ডয়নে সফল হলেও পরবর্তীতে আর সাফল্য পায়নি। ফলে পরবর্তীতে ওই প্রকল্প বাতিল করে ফেইসবুক।

এবারে ফেইসবুকের ড্রোনের নকশা অনেকটাই অ্যালফাবেটের লুন প্রকল্পের মতো। আগের বছর ড্রোন ব্যবসা থেকে অনেকটা সরে এসেছে ফেইসবুক। এবার নতুন ড্রোন দিয়ে সম্ভবত আবারও এই খাতে ফেরার চেষ্টা করছে সামাজিক মাধ্যম জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি।

কেঁচো সারে স্বাবলম্বী

● আলোকিত ডেস্ক

রাঙ্গামাটি শহরের বাসিন্দা মারজাহান বেগম কেঁচো সার উৎপাদন করে সুখের মুখ দেখেছেন। এখন তার চোখ-মুখ নানা স্বপ্ন আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর। আগে স্বামীর আয়ে সংসার চললেও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে গিয়ে বেশ হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু এখন তার কোনো সমস্যা নেই। নিজের আয় করা টাকাতেই সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চলে যায়। সম্প্রতি এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে অত্যন্ত



আবেগের সঙ্গে নিজের উদ্যোক্তা হওয়ার কথা জানালেন মারজাহান। তিনি জানান, তার স্বামী একজন সরকারি চাকরিজীবী। দুই ছেলে নিয়ে তাদের সংসার। বসবাস করেন জেলা শহরের সিএ অফিসপাড়া এলাকায়। তাদের দুই ছেলে চাকায় থেকে একটি সরকারি কলেজে পড়াশোনা করছে। এই কেঁচো সার বিক্রি করেই বর্তমানে তাদের লেখাপড়ার খরচের চাহিদা মেটাচ্ছেন তিনি। মারজাহান বেগম বলেন, কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদনের বিষয়টি প্রথমে তিনি

টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। তারপর স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কেঁচো সার তৈরির প্রশিক্ষণ নেন।

এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি বলেন, একটি ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করি কেঁচো সার উৎপাদনের কাজ। প্রথমে বাড়ির পাশেই একটি জায়গায় শুরু করি। এখন পাশেই আরেকটি জায়গা নিয়ে বড় আকারে স্থান নির্বাচন করে কাজ করছি। তিনি বলেন, যদিও বর্তমানে কেঁচো সার ও কেঁচো বিক্রি করে তার প্রতি

মাসে আয় ২০ হাজার টাকা তবে, তা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

এই সার উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে মারজাহান বেগম বলেন, কেঁচো সার উৎপাদন করতে প্রথমে কাঁচা গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, বিষমুক্ত সবুজ লতা-পাতা, তরকারির খোসা, ফলের খোসা এবং কলাগাছের কুঁচি দরকার হয়। আর ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির মূল উপাদান অস্ট্রেলিয়ান অ্যাজোজিক কেঁচো সংগ্রহ করতে হয়। তিনি বলেন, এ কেঁচোগুলো সংগ্রহ করি স্থানীয় একটি এনজিও থেকে। এ কাজে স্বামীও আমাকে অনেক সহযোগিতা করছেন। মারজাহান বেগম

বলেন, অল্প পরিমাণ জায়গা হওয়ায় বর্তমানে প্রতি মাসে যে টাকা আয় হচ্ছে ভবিষ্যতে তিনি তা আরও বাড়াবেন। বর্তমানে কেঁচো সার বিক্রি করে টানাপড়েনের সংসারের অভাব অনেকটাই ঘুচেছে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে দিন কাটছে। কেঁচো সারের পাশাপাশি ভবিষ্যতে তার একটি নার্সারি ও হাঁসের খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন তিনি।

কেঁচো সার বিক্রির ব্যাপারে এ উদ্যোক্তা বলেন, স্থানীয় চাষিরা খুচরা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

কেঁচো সারে স্বাবলম্বী

আলোকিত ডেস্ক

রাঙামাটি শহরের বাসিন্দা মারজাহান বেগম কেঁচো সার উৎপাদন করে সুখের মুখ দেখেছেন। এখন তার চোখ-মুখ নানান স্বপ্ন আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর। আগে স্বামীর আয়ে সংসার চললেও সন্তানদের লেখা-পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে বেশ হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু এখন তার কোনো সমস্যা নেই। নিজের আয় করা টাকাতেই সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চলে যায়।

সম্প্রতি এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে নিজের উদ্যোক্তা হওয়ার কথা জানালেন মারজাহান। তিনি জানান, তার স্বামী একজন সরকারি চাকরিজীবী। দুই ছেলে নিয়ে তাদের সংসার। বসবাস করেন জেলা শহরের সিএ অফিস পাড়া এলাকায়। তাদের দুই ছেলে ঢাকায় থেকে একটি সরকারি কলেজে পড়াশোনা করছে। এই কেঁচো সার বিক্রি করেই বর্তমানে তাদের লেখা-পড়ার খরচের চাহিদা মেটাচ্ছেন তিনি। মারজাহান বেগম বলেন, কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদনের বিষয়টি প্রথমে তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। তারপর স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কেঁচো সার তৈরির প্রশিক্ষণ নেন।

এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি বলেন, একটি ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করি কেঁচো সার উৎপাদনের কাজ। প্রথমে বাড়ির পাশেই একটি জায়গায় শুরু করি। এখন পাশেই আরেকটি জায়গা নিয়ে বড় আকারে স্থান নির্বাচন করে কাজ করছি। তিনি বলেন, যদিও বর্তমানে কেঁচো সার ও কেঁচো বিক্রি করে তার প্রতিমাসে আয় ২০ হাজার টাকা তবে, তা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

এই সার উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে মারজাহান বেগম বলেন, কেঁচো সার উৎপাদন করতে প্রথমে কাঁচা গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, বিষমুক্ত সবুজ লতা-পাতা, তরকারির খোসা, ফলের খোসা এবং কলা গাছের কুচি দরকার হয়। আর ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির মূল উপাদান অস্ট্রেলিয়ান অ্যাজোজিক কেঁচো সংগ্রহ করতে হয়। তিনি বলেন, এ কেঁচোগুলো সংগ্রহ করি স্থানীয় একটি এনজিও থেকে। এ কাজে স্বামীও আমাকে অনেক সহযোগিতা করছেন। মারজাহান বেগম বলেন, অল্প পরিমাণ জায়গায় হওয়াতে বর্তমানে প্রতিমাসে যে টাকা আয় হচ্ছে ভবিষ্যতে তিনি তা আরও বাড়াবেন। বর্তমানে কেঁচো সার বিক্রি করে টানাপোড়েনের সংসারের অভাব অনেকটাই ঘুচেছে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে দিন কাটছে। কেঁচো সারের পাশাপাশি ভবিষ্যতে তার একটি নার্সারি ও হাঁসের খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন তিনি।

কেঁচো সার বিক্রির ব্যাপারে এই উদ্যোক্তা বলেন, স্থানীয় চাষিরা খুচরা ও পাইকারি দামে বাড়ি থেকে সার কিনে নিয়ে যান। তাছাড়া বড় বড় সারের দোকানগুলো পাইকারি দামে বাড়িতে এসে সার সংগ্রহ করে। নতুনদের উদ্দেশ্যে তার পরামর্শ, পরিশ্রম ছাড়া কোনো পেশায় সফল হওয়া যায় না। তাই, মনযোগ দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করা দরকার। তাহলে পরিশ্রম ফল হিসেবে সফলতা ধরা দিবে এবং অভাব ঘুচে যাবে এক নিমেষে। এক্ষেত্রে বেকার তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে আসতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

যোগাযোগ করা হলে রাঙামাটি কৃষি সম্প্রসারণের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা হারুনুর রশীদ ভূঁইয়া বলেন, যে কোনো বেকার যুবক অল্প জায়গায় স্বল্প পুঁজি দিয়ে কেঁচো সার উৎপাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে গৃহিণী মারজাহান বেগম তাদের উদ্বাহরণ। অধিক ফসল উৎপাদনে এ সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কেউ কেঁচো সার উৎপাদন করতে চাইলে স্থানীয় কৃষি বিভাগ থেকে সব রকমের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।—খবর বাসস

হাজীগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে আটকে রেখে চার দিন ধরে ধর্ষণ শ্রীবরদীতে যুবক আটক

● চাঁদপুর ও শ্রীবরদী প্রতিনিধি

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এক ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার সময় জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে আটকিয়ে রেখে চার দিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ধর্ষিতার বড় ভাই আবুল কাশেম বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে শুক্রবার হাজীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় আসামিরা হলো বখাটে সাখাওয়াত হোসেন, তার বড় ভাই মীর হোসেন ও তাদের বাবা মো. আবদুল লতিফ। মামলা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উচ্চবিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রীকে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া-আসার পথে একই ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের পূর্ব ফরাজী বাড়ির আবদুল লতিফের ছেলে বখাটে সাখাওয়াত প্রেম নিবেদন করত ও বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিত। বিষয়টি ওই ছাত্রী তার পরিবারের লোকজনকে জানালে পরিবারের পক্ষ থেকে বখাটে সাখাওয়াতের পরিবারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবহিত করা হয়। তারপরও সাখাওয়াত ক্ষান্ত হয়নি। ২৯ জুলাই দুপুরে ওই ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

W:\02-08-19\Farhad\Farhad-5.doc

P-12

হাজীগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে আটকে রেখে চার দিন ধরে ধর্ষণ শ্রীবরদীতে যুবক আটক

চাঁদপুর ও শ্রীবরদী প্রতিনিধি

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এক ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার সময় জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে আটকিয়ে রেখে ৪ দিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ধর্ষিতার বড় ভাই আবুল কাশেম বাদী হয়ে ৩

জনকে আসামী করে শুক্রবার হাজীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছে। মামলায় আসামীরা হলো, বখাটে সাখাওয়াত হোসেন (২০), তার বড় ভাই মীর হোসেন (২৬) ও তাদের পিতা মো. আবদুল লতিফ। মামলা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী (১৫) ওই ছাত্রীকে প্রতিদিন স্কুলে আসা যাওয়ার পথে একই ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের পূর্ব ফরাজী বাড়ীর আবদুল লতিফের ছেলে বখাটে সাখাওয়াত প্রেম নিবেদন করতো ও বিভিন্ন কু-প্রস্তাব দিতো। বিষয়টি ওই ছাত্রী তার পরিবারের লোকজনকে জানালে, পরিবারের পক্ষ থেকে বখাটে সাখাওয়াতের পরিবারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবহিত করা হয়। তার পরেও সাখাওয়াত ক্ষান্ত হয়নি। ২৯ জুলাই দুপুরে ওই ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার পথে সাখাওয়াতসহ কয়েকজন ওই ছাত্রীকে নেশা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে অচেতন করে সিএনজিতে করে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ছাত্রীর জ্ঞান ফিরলে সে বুঝতে পারে একটি বহুতল ভবনের বন্ধ ঘরে সে আছে। সাখাওয়াত অপহরণ করে তাকে চত্রেখামে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকবার ধর্ষণ করে।

শুক্রবার ভোর ৪টায় ওই নির্যাতিত ছাত্রীকে অচেতন অবস্থায় তাদের গ্রামের বাড়ীর সম্মুখে এনে ফেলে দিয়ে যায়। বাড়ীর লোকজনের শোর-চিৎকারে তাকে উদ্ধার করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরলে সে পরিবারের সকলকে ঘটনাটি খুলে বলে।

এ বিষয়ে হাজীগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগির হোসেন রনি জানান, এ ঘটনায় ৩ জনকে আসামী করে নির্যাতিত ছাত্রীর বড় ভাই মামলা দায়ের করেছে। ভিকটিমকে মেডিকেল করানোর জন্য চাঁদপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। আসামীদের ধরার জন্য অভিযান অব্যাহত আছে।

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রতিনিধি জানায়, শেরপুরের শ্রীবরদীতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিধবা (৪৫) ধর্ষণের অভিযোগে ফজলুর রহমান ওরফে ফটকে (৩৫) নামে এক জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকালে শ্রীবরদী পৌর শহরের দক্ষিণ তাতিহাটি মহল্লায়। এঘটনায় ভিকটিমের ছেলে বাদী হয়ে শ্রীবরদী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। আটককৃত ফটকে ওই মহল্লার মৃত নেওয়াজ উদ্দিনের ছেলে।

অভিযোগ ও এলাকাবাসি সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালে ফজলুর রহমান ফটকে প্রতিবন্ধি ওই বিধবাকে ফুসলিয়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী এইচ.আর.মডেল স্কুলের সিঁড়ির নিচে নিয়ে ধর্ষণ করে। এসময় ভিকটিমের ছেলে ঘটনাটি দেখে ফেলে। পরে কৌশলে ফটকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ নিয়ে স্থানীয়রা আপোষ মিমাংসার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে ভিকটিমের ছেলে সম্মত না হয়ে শ্রীবরদী থানায় ২ জনকে আসামী করে একটি অভিযোগ দায়ের করে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই ওই মামলার প্রধান আসামী ফটকেকে আটক করে।

শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিন তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামী ফটকেকে আটক করা হয়। শুক্রবার দুপুরে আসামীকে কোর্টে এবং ভিকটিমকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রাসিক ও বিসিসির দুই শীর্ষ কর্মকর্তা

• রাজশাহী ও বরিশাল ব্যুরো

এবার সত্রীক ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল হক। তবে তারা কোনো হাসপাতালে ভর্তি হননি। নিজের বাসায় থেকেই তারা চিকিৎসা নিয়েছেন। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অবশ্য প্রকৌশলী আশরাফুল হক বিষয়টি স্বীকার করেননি। তবে মেয়র বলেছেন, দাপ্তরিক কাজে সম্প্রতি প্রকৌশলী আশরাফুল হক কয়েকবার ঢাকা যাওয়া-আসা করেছেন। শেষবার সঙ্গে তার স্ত্রীও গিয়েছিলেন। ফেব্রার পর তাদের জ্বর হয়। পরীক্ষায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

W:\02-08-19\Farhad\Farhad-4.doc

P-12

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রাসিক ও বিসিসির ২ শীর্ষ কর্মকর্তা

রাজশাহী ও বরিশাল ব্যুরো

এবার স্বস্তীক ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল হক। তবে তারা কোনো হাসপাতালে ভর্তি হননি। নিজের বাসায় থেকেই তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অবশ্য প্রকৌশলী আশরাফুল হক বিষয়টি স্বীকার করেননি। তবে মেয়র বলেছেন, দাপ্তরিক কাজে সম্প্রতি প্রকৌশলী আশরাফুল হক কয়েকবার ঢাকা যাওয়া-আসা করেছেন। শেষবার সঙ্গে তার স্ত্রীও গিয়েছিলেন। ফেরার পর তাদের জ্বর হয়। পরীক্ষায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। তবে তাদের অবস্থা খারাপ নয়।

এদিকে বৃহস্পতিবার তাদের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর রাতেই রাজশাহী সিটি করপোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের দেখতে বাসায় যান। সেখানে তারা তাদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। পরে শুক্রবার সকালে প্রকৌশলী ও তার স্ত্রীকে দেখতে যান সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. এএফএম আঞ্জুমান আরা বেগম। তিনি বলেন, তারা রাজশাহীতে নাকি ঢাকায় আক্রান্ত হয়েছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তার অবস্থা গুরুতর বা আশঙ্কাজনক নয়। এ জন্য নিজ বাসাতেই চিকিৎসা চলছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, আমি সকালে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম এ নিয়ে আপাতত উদ্বেগের তেমন কিছু নেই। তারা ভাল আছেন।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে প্রকৌশলী আশরাফুল হক বলেন, এমনি ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। তাই বাড়িতেই আছি। ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেটা না। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে তো হাসপাতালেই ভর্তি হতাম।

প্রসঙ্গত, প্রথম দিকে রাজশাহীতে যেসব ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে তাদের সবাই এসেছিলেন ঢাকা থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে একজন সাংবাদিকসহ দুইজন রোগীকে পাওয়া গেছে যারা ঢাকা যাননি। আক্রান্ত হয়েছেন রাজশাহীতেই। ১৫ জুলাই থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে মোট ১১১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৯ জন। হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন ৫২ জন। এদের মধ্যে বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন ১৯ জন।

রাজশাহীতে ডেঙ্গু জ্বর ছড়াতে শুরু করলেও সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে এখনও তেমন মশক নিধন কার্যক্রম চোখে পড়ছে না। ফগার মেশিন বন্ধ আছে ২০১৫ সাল থেকেই। তবে বুধবার বিকালে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিয়ে সিটি করপোরেশনে অনুষ্ঠিত এক সভায় ফগার মেশিন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত বিসিসির প্রধান নির্বাহী: বরিশালে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। জেলার অনেকেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছেন। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৬ জনসহ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ১১৪জন রোগী। এর মধ্যে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইসরাইল হোসেনও রয়েছেন। হাসপাতালের পরিচালক প্রধান নির্বাহীর ভর্তির কথা স্বীকার করলেও স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দেননি। শেবাচিম হাসপাতালের অব্যবস্থাপনাও চরমে পৌঁছেছে। এদিকে শুক্রবার জুম্মার নামাজের খুতবায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক বয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি একাধিক রোগী অভিযোগ করেছেন, তারা বেড পাচ্ছেন না। পর্যাপ্ত যত্নও নিচ্ছে না। সেবক ও সেবিকারা সেবাদানে আন্তরিক নয়। খোজ নিয়ে জানা গেছে, ডেঙ্গু রোগীদের কারোর স্থান হয়েছে ওয়ার্ডের মেঝেতে, আবার কারোর ঠাই হয়েছে বারান্দায়। ওষুধ কেবল প্যারাসিট্যামল আর ওমেগ্লাজল। চিকিৎসাধীন রোগীর গ্লুকোজ স্যালাইনও কিনতে হয় বাইরের ফার্মেসী থেকে। ডেঙ্গু রোগীদের ব্যবহৃত টয়লেট-বাথরুমও নোংরা-দুর্গন্ধময়। সরকারী এই হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর প্লাটিলেট পরীক্ষার জন্য এন্টিজেন এবং গ্লুকোজ স্যালাইন নেই গত কয়েক দিন ধরে। জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে খোজ নিয়ে একই ধরনের অব্যবস্থাপনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারী এই হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর প্লাটিলেট পরীক্ষার জন্য এন্টিজেন আসেনি এখন

পর্যন্ত। নেই গ্লুকোজ স্যালাইনও। অভিযোগ উঠেছে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ডেঙ্গু পরীক্ষায় অতিরিক্ত অর্থ না পেয়ে পরীক্ষায় অনেকাংশে বন্ধ রেখেছে।

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচালক ডা: বাকির হোসেন বলেন, রোগীদের জন্য হাসপাতালে শীঘ্রই একটি পৃথক ওয়ার্ড চালু করা হচ্ছে। ডেঙ্গু সনাক্তকরণ মেশিনও আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত কিনা এ বিষয়ে পরিচালক স্পষ্ট কিছুই বলেননি। তবে করপোরেশনের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কয়েকদিন ধরে ডেঙ্গু রোগে ভুগছেন। তিনি বুধবার রাতে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলেন। ঢাকা থেকে বরিশালে আসার পরপরই তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার পর্যন্ত শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৮৭ জন ডেঙ্গু রোগী। এর মধ্যে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ৭১ জন এবং লাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২জন। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চিকিৎসাধীন দেখা গেছে ১১৪ জনকে। এদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ভর্তি হয়েছেন ৪৬ জন।



রক্তদাতার সন্ধান দেবে অ্যাপ

● আলোকিত ডেস্ক

তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রক্তদান কার্যক্রমকে আরও সহজ করতে 'আলো ব্লাড ডোনার' নামের নতুন একটি অ্যাপ চালু হয়েছে। অ্যাপটি চালু করেছে 'সেভ দ্য ফিউচার' নামের একটি স্বৈচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। অ্যাপটির বিশেষ সুবিধা হচ্ছে নিবন্ধিত এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

W:\02-06-19\Farhad\Farhad-2.doc

p-12

রক্তদাতার সন্ধান দেবে অ্যাপ

আলোকিত ডেস্ক

তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রক্তদান কার্যক্রমকে আরও সহজ করতে 'আলো ব্লাড ডোনার' নামে নতুন একটি অ্যাপ চালু হয়েছে। অ্যাপটি চালু করেছে 'সেভ দ্য ফিউচার' নামে একটি স্বৈচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন।

অ্যাপটির বিশেষ সুবিধা হচ্ছে নিবন্ধিত রক্তদাতাদের খুঁজে পেতে সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোরে ‘আলো ব্লাড ডোনর’ নামে পাওয়া যাচ্ছে।

অ্যাপটিতে সারা দেশের স্বেচ্ছাসেবকদের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে। অর্থাৎ যার জেলায় রক্তের প্রয়োজন হবে, অ্যাপের মাধ্যমে রক্তগ্রহীতার সেই জেলায় স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে যোগাযোগ করে কাঙ্ক্ষিত রক্তদাতার সন্ধান পাবেন। এ ছাড়া সরাসরি অ্যাপ থেকে সার্চ করে যেকোনো গ্রুপের রক্তদাতা খুঁজে নেওয়া যাবে। অ্যাপে যত বেশি রক্তদাতা নিবন্ধন করবেন, তত বেশি মানুষ উপকৃত হবে। তাই সব রক্তদাতাকে ‘আলো ব্লাড ডোনর’ অ্যাপে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ‘সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন’। সম্প্রতি সংগঠনটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

‘সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন’-এর নির্বাহী পরিচালক গোলাম মোস্তফা মজুমদার বলেন, রক্ত কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না। একজন মানুষই পারে আরেকজন মানুষকে রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী প্রায় জরুরি রক্তের অভাবে মারা যান। এর মূল কারণ জরুরি রক্তের প্রয়োজনে রক্তদাতার সন্ধান সহজে না পাওয়া। তাই যেকোনো গ্রুপের রক্তের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে ‘আলো ব্লাড ডোনর’ অ্যাপ।

‘আলো ব্লাড ডোনেশন টিম’-এর সভাপতি সাইদুর রহমান বলেন, ‘অ্যাপটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দেশে একযোগে আলোর সেবাদান নিশ্চিত করা। সহজে নিজের প্রয়োজনীয় রক্ত নিজে সংগ্রহ করার নিশ্চয়তা। ২৪ ঘণ্টা সেবাদান নিশ্চিত করা। সারা দেশের ছোট ছোট রক্তদান সংগঠনকে এক জায়গায় নিয়ে আসাসহ তাদের জন্য বড় পরিসরে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। জরুরি রক্তের জোগানে বিশেষ ভূমিকা রাখা। কম সময়ে কম কষ্টে সহজে রক্তদাতা জোগান দেওয়া। আমরা চাই, আমাদের দেশে আর কেউ যেন রক্তের অভাবে মারা না যান।’

ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

● ঢাবি প্রতিনিধি

‘যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াত পরিবারের সন্তানেরা আ.লীগে যোগ দিতে পারবে’ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও প্রজন্মদের সংগঠন ‘মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ’। তারা ওবায়দুল কাদেরের এ বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তা না হলে কঠোর আন্দোলনেরও হুমকি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি।

এতে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাবির সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দিন বলেন, তার বক্তব্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এর ফলে তিনি সরকারে খাকার বৈধতা হারিয়েছেন। আর দেরি না করে ওবায়দুল কাদেরকে এখনই অবসর দেওয়া হোক। তিনি আরও বলেন, ওবায়দুল কাদেরের এ ধরনের বক্তব্যে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দলের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শেখ হাসিনা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতাদের হত্যা বা নিশ্চিহ্ন করার পথ প্রশস্ত করছেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতা-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির কীভাবে আওয়ামী লীগে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল সেসব ইতিহাসও তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান তারা। তা না হলে ৬ জুলাই শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন ও ওবায়দুল কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হবে। এছাড়া প্রয়োজনে তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণ আদালত গঠন করে তার বিচার করবে বলেও জানিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের ঢাবি শাখার সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন ও যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ সন্মুটসহ অনেকে।

W:\04-07-19\Farhad\Farhad-4.doc p-12

ওবায়দুল কাদেরের
বক্তব্য প্রত্যাহারের
দাবি

ঢাবি প্রতিনিধি

‘যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াত পরিবারের সন্তানেরা আ.লীগে যোগ দিতে পারবে’ আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সন্তান ও প্রজন্মদের সংগঠন ‘মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ’। তারা ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তা না হলে কঠোর আন্দোলনেরও হুমকি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন সংগঠনটি।

এতে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাবির সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দিন বলেন, তার বক্তব্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এর ফলে তিনি সরকারে থাকার বৈধতা হারিয়েছেন। আর দেরি না করে ওবায়দুল কাদেরকে এখনই অবসর দেওয়া হোক। তিনি আরও বলেন, ওবায়দুল কাদেরের এই ধরনের বক্তব্যে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দলের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শেখ হাসিনা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতাদের হত্যা বা নিশ্চিহ্ন করার পথ প্রশস্ত করছেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির কিভাবে আওয়ামী লীগে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল সেসব ইতিহাসও তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান তারা। তা না হলে ৬ জুলাই শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন ও ওবায়দুল কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করবে। এছাড়া প্রয়োজনে তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণ আদালত গঠন করে তার বিচার করবে বলেও জানিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের ঢাবি শাখার সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন ও যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ সশ্রীটসহ অনেকে।

প্রসঙ্গত, ৩০ জুন আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন, যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াত পরিবারের সন্তানরাও আওয়ামী লীগে যোগ দিতে পারবে। আওয়ামী লীগের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূমিকা প্রাধান্য পাবে। কোন পরিবারের সন্তান সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়, হোক সে জামায়াত কিংবা যুদ্ধাপরাধী পরিবারের সন্তান।

‘নয়জনের ফাঁসির রায়ে জাতি বিস্মিত’

নিজস্ব প্রতিবেদক : তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে ২৪ বছর আগে গুলির ঘটনায় ৯ জনকে ফাঁসির আদেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, পাবনায় যে রায় দেওয়া হয়েছে, এতে গোটা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫



W:\04-07-19\Farhad\Farhad-8.doc p-1

৯ জনের ফাঁসির রায়ে জাতি বিস্মিত

বললেন ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে ২৪ বছর আগে গুলির ঘটনায় ৯ জনকে ফাঁসির আদেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, পাবনায় যে রায় দেওয়া হয়েছে, এতে গোটা জাতি বিস্মিত হয়েছে। ২৪ বছর আগে ট্রেনে দুটি গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। কে ছুড়েছে, কয়টি ছুড়েছে তার কোনও প্রমাণ নেই। অথচ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এ রায়ে আমরা শুধু হতাশ নই, বিক্ষুব্ধ। এ রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এ দেশে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নেই।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জল্লুর হোসেন চৌধুরী হলে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাভ আয়োজিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এক চিকিৎসক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী একটা অর্থনীতি ফোরামের দাওয়াতে গেছেন, চীনের সরকারের দাওয়াতে যাননি। আমরা খুব খুশি হতাম, তিনি যদি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসে কাজটি করতেন, কিন্তু তিনি তা করছেন না। তিনি চুক্তি করেছেন মেগাপ্রজেক্ট, মেগা দুর্নীতির চুক্তি। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেবে না।

ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগের নেতারা সব সময় বলে বিএনপির জন্ম ক্যান্টনমেন্টে। তারা ক্যান্টনমেন্টের দল। কিন্তু তারা একবারও বলে না এরশাদের আমলে দীর্ঘ ৯ বছর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়া রাজনীতিতে এসেছেন। তিনি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে ফখরুল বলেন, শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যে যাবে সে হবে জাতীয় বেঙ্গমান। কয়েকদিন পর তিনি এরশাদের অধীনে নির্বাচনে গেছেন। আমরা এগুলো ভুলে যাইনি।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া প্রতিটি সময়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। এখনও তিনি তা করে যাচ্ছেন। এখন যে কারাগারে আছেন এটাও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। খালেদা জিয়ার মামলার বিষয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের মামলায় সবাই জামিন পান। শুধু খালেদা জিয়া জামিন পাচ্ছেন না। এ ধরনের মামলায় জামিন পাওয়ার উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে। ব্যারিস্টার মঈনুল হক জামিন পেয়েছেন। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া জামিন পেয়েছেন।

ড্যাবের আহ্বায়ক প্রফেসর ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, ড্যাবের নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন আল রশীদ, মহাসচিব ডা. আবদুস সালাম প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস
থেকে মুছে ফেলার
চেষ্টা হয়েছে
বললেন আইনমন্ত্রী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, দীর্ঘ ২৮ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কেউ বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারেনি।

তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করি আর না করি। আমরা চাই আর না চাই বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে আলাদা করা যাবে না। বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ সব সময় একসঙ্গে ছিল এবং একসঙ্গে থাকবে। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হবে, ব্যর্থ চেষ্টা। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমরা যে অন্যায় ও অবিচার করেছি তার কিছুটা প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা, বলা যেতে পারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা। তিনি বলেন, আমাদের বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ফসলগুলো জনগণকে পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আইনগুলোর মাধ্যমে স্বাধীনতার ইতিহাস দেখার জিনিসটা কিন্তু আমাদের তুলে ধরতে হবে।

সভায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মানবিকতা, দেশপ্রেম এবং আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ইত্যাদি গুণাবলি তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলেন। এজন্য আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সুপারভাইজরি কমিটিসহ কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। সভায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সভাপতিত্ব করেন। সভা পরিচালনা করেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক। সভায় মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

W:\04-07-19\Farhad\Farhad-8.doc p-1

বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস
থেকে মুছে ফেলার
চেষ্টা হয়েছে

বললেন আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, দীর্ঘ ২৮ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কেউ বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারে নাই।

তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করি আর না করি। আমরা চাই আর না চাই বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে আলাদা করা যাবে না। বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ সব সময় একসঙ্গে ছিল এবং একসঙ্গে থাকবে। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হবে, ব্যর্থ চেষ্টা। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমরা যে অন্যায় ও অবিচার করেছি তার কিছুটা প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা, বলা যেতে পারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা। তিনি বলেন, আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ফসলগুলো জনগণকে পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আইনগুলোর মাধ্যমে স্বাধীনতার ইতিহাস দেখার জিনিসটা কিন্তু আমাদের তুলে ধরতে হবে।

সভায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জন্ম শতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মানবিকতা, দেশপ্রেম এবং আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ইত্যাদি গুণাবলী তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলেন। এজন্য আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সুপারভাইজরি কমিটি সহ কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। সভায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সভাপতিত্ব করেন। সভা পরিচালনা করেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক। সভায় মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩ জেলায় শিশুসহ তিনজনকে ধর্ষণের অভিযোগ

আরও তিন জেলায় ধর্ষণের চেষ্টা

● আলোকিত ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় ধর্ষণসহ ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে শিশু, মাদারীপুরের রাজৈরে তৃতীয় শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রী এবং না.গঞ্জ থেকে চাকরির প্রলোভনে কিশোরীকে ঢাকায় নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও কাউখালীতে স্কুলছাত্রী, নেত্রকোনায় শিশু ও বালকাঠিতে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে সাড়ে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিভিন্ন উজ্জ্বল জানায়, পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার আবদুল্লাহিল কাফি বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের বাথরুমে শিশুটিকে ধর্ষণের অভিযোগে রায়হান নামের ওই হাসপাতালের এক ক্যান্টিন বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই শিশুটির মা হাসপাতালের একজন সেবিকা। দুপুরে মেয়েটিকে কৌশলে বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণ করলে তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়। শিশুটির চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের লোকজন এগিয়ে এসে রায়হানকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ জুইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয় বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা কাফি। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা করেছেন বলে জানান তিনি।

রাজৈর (মাদারীপুর) : মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পূর্ব সরমঙ্গল গ্রামে তৃতীয় শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রীকে মুখে বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার নূর হোসেন নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নির্যাতিত ছাত্রীকে বৃহস্পতিবার প্রথমে রাজৈর ও সন্ধ্যায় মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

W:\05-07-19\Farhad\Farhad-2.doc p-12

তিন জেলায় শিশুসহ

৩ জনকে ধর্ষণের

অভিযোগ

আরও তিন জেলায় ধর্ষণের চেষ্টা

আলোকিত ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় ধর্ষণসহ ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে শিশু, মাদারীপুরের রাজৈরে তৃতীয় শ্রেণির এক মাদ্রাসা ছাত্রী এবং না.গঞ্জ থেকে চাকুরীর প্রলোভনে কিশোরীকে ঢাকায়

নিয়ে ধর্ষণে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও কাউখালীতে স্কুল ছাত্রী, নেত্রকোনায় শিশু ও ঝালকাঠিতে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে।—প্রতিনিধিদের খবর

ঢাকা: ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে সাড়ে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিডিনিউজ জানায়, পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার আব্দুল্লাহিল কাফি বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের বাথরুমে শিশুটিকে ধর্ষণের অভিযোগে রায়হান নামের ওই হাসপাতালের এক ক্যান্টিন বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই শিশুটির মা হাসপাতালের একজন সেবিকা। দুপুরে মেয়েটিকে কৌশলে বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণ করলে তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়। শিশুটির চিকিৎসার হাসপাতালের লোকজন এগিয়ে এসে রায়হানকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়েছে বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা কাফি। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা করেছেন বলে জানান তিনি।

রাজৈর (মাদারীপুর): মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পূর্ব সরমঙ্গল গ্রামে তৃতীয় শ্রেণির এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে মুখে বেধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার নুর হোসেন নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় নির্যাতিত ছাত্রীকে বৃহস্পতিবার প্রথমে রাজৈর ও সন্ধ্যায় মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত নুর হোসেন। বিষয়টি শালিস মিমাংশার নামে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রাজৈর থানার পূর্ব সরমঙ্গল গ্রামের মৃত রাজ্জাক মৃধার ছেলে নুর হোসেন (৪৫) একটি ভ্যান গ্যারেজের ভিতরে নিয়ে শিশুটির মুখ বেধে ধর্ষণ করে এবং ঘটনা কাউকে বললে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এরপরও শিশুটি নুর হোসেনের স্ত্রীকে জানায়। সেও শিশুটিকে হুমকি দেয় ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য। পরে স্থানীয় এক নারী শিশুটিকে অসুস্থ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলে শিশুটি পুরো বিষয় তাকে খুলে বলে। শিশুটির মা কিছুদিন আগে মারা গেছে। এদিকে গত সোমবার ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি শালিস মিমাংশা করার নামে একটি মহল সময়ক্ষেপন করেছে বলে অভিযোগ শিশুটির বাবার। শিশুটির বাবা বলেন, আমার মেয়ের মুখে গামছা বেধে ধর্ষণ করেছে। পরে শালিস করে দিবে বলে এলাকার একটি মহল আমাকে হাসপাতালে আসতে দেয়নি। পুলিশকে জানাতেও নিষেধ করেছে। আমি এর সূষ্ঠ বিচার চাই।

ধর্ষিতা শিশুটি জানান, ওইদিন বৃষ্টি ছিলো। বৃষ্টির মধ্যেই ভ্যানের গ্যারেজে নিয়ে গামছা দিয়ে মুখ বেধে আমার সঙ্গে খারাপ কাজ করছে। কারও কাছে না বলার জন্য হুমকিও দিয়েছে। বললে আমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখাইছে।

রাজৈর থানার ওসি শাহজাহান মিয়া বলেন, বিষয়টি আমি জানি না। আমাকে কেউ জানায়নি। শিশুটির পরিবারের লোক আসলে মামলা নেয়া হবে।

নারায়ণগঞ্জ: নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে রাজধানীর মুগদা মদিনাবাগ এলাকার একটি বাসায় নিয়ে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে যৌনকর্মীর পেশায় বাধ্য করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগ পেয়ে ঢাকার উত্তর মুগদা মদিনাবাগের একটি বাসা থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার এবং হেলেনা বেগম (৪২) নামে জড়িত একজনকে গ্রেফতারকৃত করেছে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ। এঘটনায় জড়িত দুইজনের নাম উল্লেখ

করে কিশোরীর দুলাভাই বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছে। এ চক্রের এজহারনামীয় ৭ জন পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

শ্রেফতারকৃত হেলেনা বেগম পিরোজপুর জেলার মটবাড়ীয়া থানাধীন উত্তর মিঠাখালী গ্রামের তাহের মৃধার মেয়ে এবং বাবুল সরদারের স্ত্রী। পলাতক অপর আসামী মনির হোসেন জামাল (৩৮) বরগুনার নলটোনা ইউনিয়ন পরিষদের উলা পদ্মা (বাবুগঞ্জ) গ্রামের ইউসুফের ছেলে। পলাতক মনির হোসেন জামাল ওই চক্রের মূল হোতা বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

কিশোরীর পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ২৫ জুন সকালে ওই কিশোরী গার্মেন্টে চাকুরীর উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অবস্থিত আদমজী ইপিজেড এলাকায় যায়। সেখান থেকে বেলা ১১টায় পলাতক আসামী মনির চাকুরীর লোভ দেখিয়ে কৌশলে ওই কিশোরীকে ঢাকার উত্তর মুগদা মদিনাবাগ এলাকার আব্দুল জব্বারের ভাড়া বাসায় (৩৮/ক) নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে হেলেনা বেগমের সহযোগিতায় মনির কিশোরীটিকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। অতঃপর হেলেনা বেগম ও মনিরের যোগসাজশে বিভিন্ন সময়ে ওই কিশোরীকে দিয়ে যৌনকর্মীর পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য করে। ধর্ষিতার আত্মীয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৪ জুলাই রাতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন অভিযান চালিয়ে ওই বাসা থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে এবং চক্রের সদস্য হেলেনা বেগমকে শ্রেফতার করে।

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শামীম হোসেন জানায়, অপহরণের পর ধর্ষণ ও পরে যৌনকর্মীর পেশায় বাধ্য করানোর অভিযোগে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মামলা হয়েছে। শ্রেফতারকৃত আসামী হেলেনা বেগমকে ৭দিনের রিমান্ড চেয়ে শুক্রবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। শ্রেফতারকৃত হেলেনা বেগমসহ পলাতক আসামীরা একটি অপহরণকারী চক্র। এ চক্র চাকুরীপ্রার্থী মেয়েদের কৌশলে অপহরণ করে নিজেদের হেফাজতে রেখে পতিতাবৃত্তি করায় বলে শ্রেফতারকৃত হেলেনা বেগম প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে।

কাউখালী (পিরোজপুর): কাউখালীতে স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টার ৩ দিন পরেও মামলা না করতে পারায় মেয়েটি নিজেই ৯৯৯ তে কল করে অভিযোগ দাখিল করেন।

জানা যায়, উপজেলার বেকুটিয়ার গ্রামের শামছুনেছা বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে গত সোমবার সন্ধ্যায় ঘরে একা পেয়ে প্রতিবেশি সুলতান হোসেনের ছেলে আল আমিন (২০) ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় মেয়েটির বাবা এবং মা কেউই বাসায় ছিল না। এই সুযোগে তার ঘরে গিয়ে আল আমিন মেয়েটির কাছে প্রথমে পানি চায়। পরে মেয়েটি পানি আনতে গেলে লম্পট আল আমিন ঘরের ভিতর ঢুকে ঘরের দরজা দিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। মেয়েটি আত্মরক্ষাতে লম্পটের হাতে কামড় দিয়ে ছুটে গিয়ে দাও হাতে নিয়ে ডাক চিৎকার দিলে প্রতিবেশিরা এগিয়ে এলে লম্পট আল আমিন ঘরের দরজা খুলে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাটি প্রভাবশালীরা বিচারের নামে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মেয়ের বাবা মাকে ঘটনাটি কাউকে না জানানো এবং থানা পুলিশকে অবহিত না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। পরে ঘটনার ৩ দিনও কোন সুরাহা না পেয়ে মেয়েটি আত্মহত্যার চেষ্টা করলে বাবা মায়ের অনুরোধে বিচারের আশায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেয়ে নিজেই ৯৯৯ কল করে অভিযোগ প্রদান করেন।

পরে কাউখালী থানা পুলিশের এস আই মজিবর রহমান ঘন্টা খানেকের মধ্যে ঘটনাস্থান পরিদর্শন করে মেয়েসহ মেয়ের অভিভাবকের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করে থানায় নিয়া আসে। শুক্রবার সকালে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মেয়ে

এবং মেয়ের অভিভাবকদের থানা পুলিশের নিকট সাক্ষাৎকার চলছিল। এ ব্যাপারে কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, ঘটনার সত্যতা রয়েছে তবে যাচাই বাছাই ছাড়া মামলা নেওয়া যাচ্ছে না।

নেত্রকোনা: নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার বাদে আঠারবাড়ী মা হওয়া (আঃ) কওমী মহিলা মাদরাসার এক শিশু ছাত্রীকে (১১) ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে ওই মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবুল খায়ের বেলালীকে শুক্রবার আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবুল খায়ের বেলালী শিশু শ্রেণির এক ছাত্রীকে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় শিশুটির আতর্জনিত্বকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে মুহতামিমকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। পরে স্থানীয় লোকজন মুহতামিমকে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত মুহতামিম মাওলানা আবুল খায়ের বেলালীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুজ্জামান জানান, মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবুল খায়ের বেলালীকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝালকাঠি: খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক ঔষধ মিশিয়ে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার আনুমানিক দেড়টার দিকে সদর উপজেলার বাউড়য়ারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। লিখিত এজাহার সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার নথুল্লাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর এক মেধাবী ছাত্রীর উপর বাউড়য়ারা গ্রামের লম্পট রাজমনি খানের কু-দৃষ্টি পরে। কথিত লম্পট রাজমনি খান বাউড়য়ারা গ্রামের মোসলেম আলী খানের ছেলে।

উক্ত ছাত্রীর বাবা জানায়, বুধবার রাতে উক্ত ছাত্রীর মা, ছেলে ও মেয়ে (৫ম শ্রেণীর ছাত্রী) দের নিয়ে এক সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার পর গরুর দুধ পান করেন। স্ত্রী আশংকা প্রকাশ করছেন রাতে রান্নার ঘরে থাকা গরুর দুধে অজ্ঞান করার কোন চেতনানাশক দ্রব্যাদি কেহ মিশিয়ে রাখে। দুধ পান করার পরই ওই রাতে অন্যান্য রাতের চেয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে আমার মেয়ে (৫ম শ্রেণীর ছাত্রী) টের পায় কেউ তার বিছানার কাছাকাছি থেকে তার শরীর স্পর্শ করছে। তখন চিৎকার দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে উক্ত লম্পট। এমন সময় ঘরের লাইট জ্বালালে সে লম্পট রাজমনি খানকে দেখতে পায়। পরে তার মা দ্রুত তার মেয়ের কাছে আসলে দ্রুত পালিয়ে যায় উক্ত লম্পট। পরদিন তাদের বড় মেয়ে মা-বাবা ও ভুক্তভোগী ৫ম শ্রেণীর ছাত্রীকে উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অপরদিকে লম্পট রাজমনির ছোট ভাই লিমন খান হাসপাতালে গিয়ে হুমকি দিয়েছে কোন ধরনের মামলা করলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বর্তমানে ঐ ভুক্তভোগী পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগতেছে বলে জানা যায়।



সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচিত ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে রোববার শপথ পাঠ করান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ● আলোকিত বাংলাদেশ

শপথ নিলেও চলতি সংসদকে অবৈধ মনে করেন রুমিন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। রোববার শপথগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি চলতি সংসদকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একই সঙ্গে এ সংসদ বিলুপ্ত করে নতুন নির্বাচনেরও দাবি জানিয়েছেন।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী রোববার দুপুরে স্পিকারের সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে রুমিন ফারহানাকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহিম, হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন ও সংসদ সদস্য ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণ শেষে সংসদ লবিতে উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এমপি রুমিন ফারহানা বলেন, প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়ে সংসদে আসা আমার জন্য আনন্দের। তবে আমি এমন একটি সংসদে যোগ দিতে যাচ্ছি, যে সংসদটি জনগণের ভোটে নির্বাচিত না। সংসদ গঠিত হওয়ার পর থেকেই বলেছি, এটি অবৈধ সংসদ, এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

W:\10-06-19\Farhad\Farhad-3.doc p-12

শপথ নিলেও চলতি সংসদকে অবৈধ মনে করেন রুমিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। রোববার শপথ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি চলতি সংসদকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একইসঙ্গে এই সংসদ বিলুপ্ত করে নতুন নির্বাচনেরও দাবি জানিয়েছেন।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী রোববার দুপুরে স্পিকারের সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে রুমিন ফারহানাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহিম, হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন ও সংসদ সদস্য ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শপথ গ্রহণ শেষে সংসদ লবিতে উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এমপি রুমিন ফারহানা বলেন, প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়ে সংসদে আসা আমার জন্য আনন্দের। তবে আমি এমন একটি সংসদে যোগ দিতে যাচ্ছি যে সংসদটি জনগণের ভোটে নির্বাচিত না। সংসদ গঠিত হওয়ার পর থেকেই বলেছি, এটি অবৈধ সংসদ, এখনও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, এটি অবৈধ সংসদ। আমি খুব খুশি হব যদি আমার সংসদ সদস্য হবার মেয়াদ একদিনের বেশি না হয়। এটি বিলুপ্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্রুত জনপ্রতিনিধিত্বশীল একটি সরকার গঠিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আসন সংখ্যা অনুপাতে বিএনপি একটি সংরক্ষিত নারী আসন পায়। বিএনপির এমপিরা শপথ নিতে দেরি করায় দীর্ঘদিন সংরক্ষিত আসনটি শূন্য ছিল। এর আগে একাদশ সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন চাইলেও তিনি পাননি।



হেলিকপ্টার সেবায় উবার

● আলোকিত ডেস্ক

উড়ক্কু গাড়ি সেবা আনতে অনেক দিন ধরেই কাজ করেছে উবার। এবার আকাশপথে গাড়িভিত্তিক যাত্রী সেবা শুরু না করেও লক্ষ্যের আরও কাছে এগোচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এ সেবা চালু করেছে তারা। আপাতত সব গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে না এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

W:\09-06-19\Farhad\Farhad-2.doc

p-12

হেলিকপ্টার সেবায় উবার

আলোকিত ডেস্ক

উড়ক্কু গাড়ি সেবা আনতে অনেক দিন ধরেই কাজ করেছে উবার। এবার আকাশ পথে গাড়িভিত্তিক যাত্রী সেবা শুরু না করেও লক্ষ্যের আরও কাছে এগোচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এই সেবা চালু করেছে তারা।

আপাতত সব গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে না ‘উবার কপ্টার’ নামের এই সেবা। নিউ ইয়র্ক সিটিতে ৯ জুলাই শুধু প্লাটিনাম ও ডায়মন্ড উবার সদস্যরা এই সেবার জন্য রিজার্ভেশন করতে পারবেন। লোয়ার ম্যানহাটন থেকে কুইন্স-এর জেএফকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মধ্যে আট মিনিটের ফ্লাইট সেবা দেবে উবার কপ্টার।- খবর প্রযুক্তি সাইট সিনেটের।

উবার এলিভেটের পণ্য প্রধান নিখিল গোয়েল বলেন, একজন যাত্রীর গড় ভাড়া পড়বে ২০০ থেকে ২২৫ মার্কিন ডলার। এলিভেট অভিজ্ঞতার প্রথম বাস্তব প্রদর্শনী হবে উবার কপ্টারের মাধ্যমে। আমাদের কাছে এই সেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে এবং বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা দিতে আমরা উবার কপ্টার বানিয়েছি, যাতে উবার এয়ার-এর ভিত্তি ঠিক মতো বসানো যায়, বলেন উবার এলিভেট প্রধান এরিক অ্যালিসন।

অ্যাপের মাধ্যমেই এই সেবার জন্য বুকিং দেওয়া যাবে। সর্বোচ্চ পাঁচজন যাত্রীর জন্য পাঁচ দিন পর্যন্ত হেলিকপ্টার ভাড়া করা যাবে এর মাধ্যমে। আসন রিজার্ভ করার পর গ্রাহককে নিশ্চিতকরণ ইমেইল পাঠানো হবে, যা বোর্ডিং পাস হিসেবেও কাজ করবে। ব্যস্ততম সময়ে সোমবার থেকে শক্রবার পর্যন্ত এই সেবা পাওয়া যাবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সেবা আনতে হেলিফ্লাইট নামের হেলিকপ্টার ভাড়ার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে উবার। ২০২৩ সালের মধ্যে আকাশযান শেয়ারিং সেবা চালু করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে উবার।

মহাকাশে পর্যটক পাঠাবে নাসা

জনপ্রতি খরচ ৬ কোটি ডলার!

● আলোকিত ডেস্ক

মহাকাশ স্টেশন হয়ে যেতে পারে একটি হোটেল যেখানে রাত কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। একসময় এটি ছিল অনেকের জন্য অনেক দূরের স্বপ্ন। কিন্তু সামনের বছরই এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বলছে, তারা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পর্যটক পাঠাবে। সেখানে থাকা এবং যাওয়া-আসা, সব মিলিয়ে খরচ পড়বে পাঁচ কোটি আশি লাখ ডলার! তবে নাসা জানিয়েছে, খুব অল্প সংখ্যক পর্যটকই প্রতি বছর সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।— খবর বিবিসি

নাসা ঘোষণা করেছে যে ২০২০ সাল হতে পর্যটকরা এবং ব্যবসায়ীরা মহাকাশে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে রাত কাটাতে পারবেন। প্রতি রাতের ভাড়া দিতে হবে ৩৫ হাজার ডলার। তবে আসল খরচ মহাকাশ স্টেশনের ভাড়া নয়। সেখানে পৌঁছানোর খরচটাই হচ্ছে আসল। নাসার চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার জেফ ডেউইট বলেন, এ মুহূর্তে নাসার কোনো নভোচারী যখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যান, তাদের পেছনে খরচ পড়ে আট কোটি ডলার। এখন যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাসা সেখানে পর্যটক পাঠাতে শুরু করে, তখন গড়ে খরচ

পড়বে জনপ্রতি পাঁচ কোটি আশি লাখ ডলার।

মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছানোর পর সেখানে নানা ধরনের তৎপরতায় অংশ নিতে পারবেন পর্যটকরা। সেখানে তাদের জিরো গ্রাভিটি অর্থাৎ ওজনহীনতার অভিজ্ঞতা হবে। সেখান থেকে মহাকাশ এবং পৃথিবীর চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাবেন এবং ব্যাডমিন্টনও হয়তো খেলতে পারবেন।

নাসা জানিয়েছে, যারা পর্যটক হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাবেন, তারা সেখানে ৩০ দিন পর্যন্ত থাকতে পারবেন।

নাসা দুইটি বেসরকারি কোম্পানিকে ভাড়া করেছে পর্যটকদের মহাকাশ স্টেশনে আনা নেওয়ার জন্য। এর একটি ইলন মাস্কের 'স্পেস এক্স'। এরা তাদের ড্রাগন ক্যাপসুল ব্যবহার করবে পর্যটকদের পরিবহনের কাজে। আরেকটি হচ্ছে বোয়িং। স্টারলাইনার নামের একটি মহাকাশযান তৈরি করেছে বোয়িং এ কাজে।

ধারণা করা হচ্ছে, মহাকাশ স্টেশনে কোনো পর্যটককে পৌঁছে দেওয়া এবং ফিরিয়ে আনা বাবদ ছয় কোটি ডলার ভাড়া দিতে হবে এ দুটি কোম্পানিকে।

তবে পর্যটক হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার আগে খুবই কঠোর শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে সবাইকে। নাসা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

W:\10-06-19\Farhad\Farhad-5.doc

p-12

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পর্যটক পাঠাবে নাসা

জনপ্রতি খরচ হয় কোটি ডলার!

আলোকিত ডেস্ক

মহাকাশ স্টেশন হয়ে যেতে পারে একটি হোটেল যেখানে রাত কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। এক সময় এটি ছিল অনেকের জন্য অনেক দূরের স্বপ্ন। কিন্তু সামনের বছরেই এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বলছে, তারা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পর্যটক পাঠাবে। সেখানে থাকা এবং যাওয়া-আসা, সব মিলিয়ে খরচ পড়বে পাঁচ কোটি আশি লাখ ডলার! তবে নাসা জানিয়েছে, খুব অল্প সংখ্যক পর্যটকই প্রতি বছর সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।— খবর বিবিসি

নাসা ঘোষণা করেছে যে ২০২০ সাল হতে পর্যটকরা এবং ব্যবসায়ীরা মহাকাশে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে রাত কাটাতে পারবেন। প্রতি রাতের ভাড়া দিতে হবে ৩৫ হাজার ডলার। তবে আসল খরচ মহাকাশ স্টেশনের ভাড়া নয়। সেখানে পৌঁছানোর খরচটাই হচ্ছে আসল।

নাসার চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার জেফ ডেউইট বলেন, এই মুহূর্তে নাসার কোন নভোচারী যখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যান, তাদের পেছন খরচ পড়ে আট কোটি ডলার। এখন যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাসা সেখানে পর্যটক পাঠাতে শুরু করে, তখন গড়ে খরচ পড়বে জনপ্রতি পাঁচ কোটি আশি লাখ ডলার।

মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছানোর পর সেখানে নানা ধরনের তৎপরতায় অংশ নিতে পারবেন পর্যটকরা। সেখানে তাদের 'জিরো গ্রাভিটি' অর্থাৎ ওজনহীনতার অভিজ্ঞতা হবে। সেখান থেকে মহাকাশ এবং পৃথিবীর চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাবেন। এবং ব্যাডমিন্টনও হয়তো খেলতে পারবেন।

নাসা জানিয়েছে, যারা পর্যটক হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাবেন, তারা সেখানে তিরিশ দিন পর্যন্ত থাকতে পারবেন।

নাসা দুটি বেসরকারি কোম্পানিকে ভাড়া করেছে পর্যটকদের মহাকাশ স্টেশনে আনা নেয়ার জন্য। এর একটি ইলন মাস্কের 'স্পেস এক্স'। এরা তাদের ড্রাগন ক্যাপসুল ব্যবহার করবে পর্যটকদের পরিবহণের কাজে। আরেকটি হচ্ছে বোয়িং। স্টারলাইনার নামে একটি মহাকাশযান তৈরি করেছে বোয়িং এই কাজে।

ধারণা করা হচ্ছে মহাকাশ স্টেশনে কোন পর্যটককে পৌঁছে দেয়া এবং ফিরিয়ে আনা বাবদ হয় কোটি ডলার ভাড়া দিতে হবে এই দুটি কোম্পানিকে।

তবে পর্যটক হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার আগে খুবই কঠোর শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে সবাইকে। নাসা আশা করছে, পর্যটকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ তারা মহাকাশে আরও গবেষণা এবং নতুন অভিযানে খরচ করতে পারবেন।

নাসার একজন কর্মকর্তা বিল গেরস্টেনমেইনার বলেন, নীচু কক্ষপথের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে নাসা ২০২৪ সালের মধ্যে চাঁদে প্রথম মহিলা নভোচারী পাঠানো এবং নতুন করে চাঁদে অভিযান শুরু করার তহবিল যোগাতে পারবে। এরপর মঙ্গলগ্রহেও অভিযানের প্রস্তুতি নিতে পারবে।

৫০ বছর আগে প্রথম চাঁদে পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং। অর্ধশতক পর নাসা এখন মহাকাশের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে আরেকটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছে। যার ফলে কোটিপতিদের জন্য এখন খুলে যেতে পারে মহাকাশের দুয়ার।

দুই দশক পর পূর্ণাঙ্গ সিনেটে ঢাবি ভিসি প্যানেল নির্বাচন



ইরফান এইচ সায়েম : দীর্ঘ ২৮ বছর পর চলতি বছরের এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি পেয়েছে। ফলে দুই দশকেরও বেশি সময়ের পর ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সিনেটে ঢাবির ভিসি প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আজ (বুধবার)। এর আগে সর্বশেষ ১৯৯৩ সালে সিনেট পূর্ণাঙ্গ ছিল। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ঢাবির সিনেটের কাজ ভিসি নির্বাচন ও বার্ষিক বাজেট অধিবেশন করা। সিনেট তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠায়। রাষ্ট্রপতি এর মধ্যে থেকে একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেন। সর্বশেষ, ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডেকে তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন করেছিলেন তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তবে তখন সিনেট পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ওই অধিবেশনে ঢাবির ভিসি নির্বাচনের জন্য তিন সদস্যের প্যানেল অনুমোদন করেছিল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

W:\31-07-19\Farhad\Farhad-10.doc

p-12

২ দশকের পর পূর্ণাঙ্গ সিনেটে ঢাবি ভিসি প্যানেল নির্বাচন

ইরফান এইচ সায়েম

দীর্ঘ ২৮ বছর পর চলতি বছরের এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি পেয়েছে। ফলে দুই দশকেরও বেশি সময়ের পর ১০৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সিনেটে ঢাবির ভিসি প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আজ (বুধবার)। এর আগে সর্বশেষ ১৯৯৩ সালে সিনেট পূর্ণাঙ্গ ছিল। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ঢাবির সিনেটের কাজ ভিসি নির্বাচন

ও বার্ষিক বাজেট অধিবেশন করা। সিনেট তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠায়। রাষ্ট্রপতি এর মধ্যে থেকে একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেন।

সর্বশেষ, ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডেকে তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন করেছিলেন তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তবে তখন সিনেট পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ওই অধিবেশনে ঢাবির ভিসি নির্বাচনের জন্য তিন সদস্যের প্যানেল অনুমোদন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট। এই প্যানেলে ছিলেন, তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দিন এবং নীল দলের প্রাক্তন আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আবদুল আজিজ।

তবে সে বছরের ১০ অক্টোবর এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সিনেটের সেই বিশেষ সভা ও তিন সদস্যের ভিসি প্যানেলকে অবৈধ ঘোষণা করেন উচ্চ আদালত। ছয় মাসের মধ্যে যথাযথভাবে সিনেট গঠন করে ভিসি প্যানেল নির্বাচন করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনাও দেন আদালত। পরে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ২০১৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে ভিসি পদে সাময়িক নিয়োগ দেন। সে সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির (প্রশাসন) দায়িত্বে ছিলেন।

এই মুহূর্তে ঢাবির সিনেট পূর্ণাঙ্গ রয়েছে। প্রায় এক বছর ১১ মাসের মাথায় আজ সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকেন ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সিনেটের এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ এর আর্টিক্যাল ২১ (২) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সিনেটের এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন সিনেটের চেয়ারম্যান ও ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ঢাবি আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ১১ (১) ধারা অনুযায়ী চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভিসি নিয়োগের জন্য তিন জনের একটি প্যানেল মনোনয়ন করা হবে। তিন সদস্যের এই প্যানেল থেকে পরবর্তী ভিসি মনোনীত করবেন রাষ্ট্রপতি।

এদিকে, সিনেটের বিশেষ এই অধিবেশনকে সামনে রেখে সরগরম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি। অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পুনরায় ভিসি হিসেবে থাকছেন নাকি অন্য কেউ আসছেন? যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের নীল দলের একক আধিপত্য রয়েছে, তাই তাদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হবে পরবর্তী ভিসি। নিজেদের প্যানেল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে মঙ্গলাবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অভ্যন্তরীণ বৈঠক করেছে নীল দল। সেখানে নীল দলের শিক্ষকরা ছাড়াও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় ভোটাভুটির মাধ্যমে তাদের প্যানেল থেকে তিনজনকে মনোনীত করা হয়েছে। এরা হলেন, বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। বৈঠকে উপস্থিত এক শিক্ষক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, ১০৫ সদস্যের সিনেটে বিএনপিপন্থী শিক্ষক রয়েছেন মাত্র তিনজন। এরা হলেন-৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ২৫ জনের মধ্যে একমাত্র জয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার।

ভিসি প্যানেল নির্বাচনের ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, পরবর্তীতে কে ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নিবেন সেটি বড় কথা নয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং আদালতের নির্দেশনা-এ দুই কারণেই মূলত ভিসি প্যানেল নির্বাচন। আদালতের নির্দেশনা ছিল যে, সিনেট পূর্ণাঙ্গকরণ করা। ডাকসু নির্বাচনের ফলে সেটি হয়েছে। এরপর কোনো কালক্ষেপণ করতে চাইনি আমি। তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ ধারণ করতে হলে

সে পথে আমাদের এগোতে হবে। কোনো ক্রমেই এটির ব্যত্যয় ঘটা উচিত নয়। তাই যখনই সুযোগ হলো তখনই সিনেটে ভিসি প্যানেল নির্বাচন দিয়েছি। আজ এটি অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে।

অধ্যাদেশের ২০(১) ধারা অনুযায়ী সিনেটের ১০৫ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন, ভিসি, দু'জন প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, সরকার মনোনীত ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, জাতীয় সংসদের স্পিকার মনোনীত ৫ জন এমপি, চ্যান্সেলর মনোনীত ৫ জন শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট মনোনীত ৫ জন গবেষক, একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত অধিভুক্ত কলেজের ৫ জন অধ্যক্ষ ও ১০ জন শিক্ষক, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ২৫ জন নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, ৩৫ জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ডাকসু মনোনীত ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি। তবে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৪, ১৯৮৫, ১৯৯৩ এবং ২০১৯-মাত্র এই চারবার সিনেট পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। মাত্র ৩৬ জনকে নিয়ে সিনেট অধিবেশন করার নজিরও রয়েছে।



কোস্ট গার্ডের অভিযান গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৭ জুন মধ্যরাতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী পশ্চিম জোনের অন্তর্গত বিসিজি স্টেশন কৈখালী কর্তৃক একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ওই অভিযানের অংশ হিসেবে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার পরানপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে ৬০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ওই মাদক ব্যবসায়ী পরানপুরসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে বিভিন্নভাবে দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচার করে আসছিল। আটককৃত মোছাঃ মুনিরা খাতুন (৩০) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার পরানপুর গ্রামের মাজেদ গাজীর মেয়ে। কোস্ট গার্ডের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাগুলোতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তার পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কোস্ট গার্ড জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে থাকে এবং কোস্ট গার্ডের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

W:\30-08-19\Farhad\Farhad-8.doc

p-11

কোস্ট গার্ডের অভিযান
গাঁজাসহ মহিলা
মাদক ব্যবসায়ী
আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৭ জুন মধ্যরাতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী পশ্চিম জোনের অন্তর্গত বিসিজি স্টেশান কৈখালী কর্তৃক একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানের অংশ হিসাবে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার পরানপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে ৬০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাদক ব্যবসায়ী পরানপুরসহ আশেপাশের এলাকা সমূহে বিভিন্ন ভাবে দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচার করে আসছিল। আটককৃত মোছাঃ মুনিরা খাতুন (৩০) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার পরানপুর গ্রামের মাজেদ গাজীর মেয়ে। কোস্ট গার্ডের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাসমূহে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন, চোরাচালান নিয়ন্ত্রন ও জননিরাপত্তার পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে কোস্ট গার্ড জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে থাকে এবং কোস্ট গার্ডের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও আটককৃত মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্যামনগর থানায় স্থানান্তর করা হয়েছে।—সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

9/3/2019

Turnitin

Turnitin Originality Report

Processed on: 03-Sep-2019 13:14 +06
 ID: 1166548248
 Word Count: 2049
 Submitted: 1

Similarity Index

4%

Similarity by Source

Internet Sources: 4%
 Publications: 0%
 Student Papers: 4%

153-24-520 By Md. Farhad
 Hossan Chowdhury

3% match (Internet from 04-Nov-2013)

<http://digital.library.yale.edu/cdm/compoundobject/collection/rebooks/id/74749/rec/5>

1% match (Internet from 04-Aug-2019)

<http://dspace.daffodilvarsity.edu.bd:8080/handle/20.500.11948/3425>

INTERNSHIP REPOET ON Submitted To Mr. Aftab Hossain Lecturer (Senior Scale) [Department of Journalism & Mass Communication Faculty of Humanities and Social Science Daffodil International University](#). Submitted By Md.Farhad Hossan Chowdhury ID: 153-24-520 Batch: 26th [Department of Journalism & Mass Communication Faculty of Humanities & Social Science Daffodil International University](#). Introduction In this book, I can include to my work place, educational institute,my work and my experience to share this book. In this book I can share my 3 months internship experience and many information to be included in this book. I can started to writing the book 29 May The writing part finished at 28 August All of my experienced and my service is properly included in this book. Some mistake in this book, please kindly avoid to my mistake. Md.Farhad Hossan Chowdhury Daffodil International University Department of Journalism and mass communication 26th batch Table Of Content SL No. Content Page No. Chapter-1: Preface 1.1 Background of the organization 9-12 1.2 What is Internship 13 1.3 Background of my Internship 13 1.4 About my supervisor 14 1.5 Duration of the Internship program 14 Chapter-2: Activities During Internship 2.1 Weekly Activities 16-19 2.2 Work place log 20 Chapter-3: Learning & Experience 3.1 Knowledge Gathering 22 3.2 Tools & Technologies used 22,23 3.3 Special Experience 23 Chapter-4: Evaluation 4.1 Academic learning & Practical work 25 4.2 Expectation & Outcome 25 4.3 Skills developed 26 4.4 Experience & Future Career 26 Chapter-5: Conclusion 5.1 SWOT Analysis 28-29 5.2 Recommendations 29 References 30 Annex 32-62 Chapter-1 Preface 1.1: Background of the organization The daily Alokito Bangladesh is a nationally renowned newspaper, an organization of Akokito Media limited of Dhaka Ahsania Mission. It's founder is Kazi Rafiqul Alam owner of Dhaka Ahsania Mission and editor of the daily Alokito Bangladesh. The journey of this Alokito Bangladesh began in 2013. The news paper was first publishedon 20th may 2013.The newspaper has a circulation of 1.5 million. It's also published in two ways. One is print version and the other is online version. This Newspaper has won the hearts of consumers in a very short time. It has published completely in bangle. Moreover, thenewspaper is published from Dhaka.The Alokito Bangladesh office is located at 15/7 green road, good luck tower. **This is the front page of The daily Alokito Bangladesh **This is the back

https://www.turnitin.com/newreport_printview.asp?eq=1&eb=1&esm=10&oid=1166548248&sid=0&n=0&m=2&svr=27&r=30.09124676624846&lang=en... 1/4

9/3/2019

Turnitin

page of The daily Alokito Bangladesh Organogram of the daily Alokito Bangladesh

1.2: What is Internship? An internship is about value skills by gaining experience. Internship works to build bridge with studies. In fact, it's uses for gaining practical experiences. After graduation everyone is not so proficient in his/her subject. So, he has to standardize his academic education in any company or talented work that he has determined, after completing studies nobody can be skillful. So, internship is the training that is given to him for his experience in doing internship.

1.3: Background of my internship
The reason of my intern or choice Alokito Bangladesh, it is a national newspaper. It has good reputation across the country. Moreover, it is the institution of a widely discussed Dhaka Ahsania Mission. This newspaper does not bow to injustice. It always holds the true direction to the people of the country. Also there are some special feature of this newspaper that are little bit different than others. There is a special aspect of this is the Islamic page, which is not seen in all newspaper. Besides, there are lots of facilities of this organization/institution. That's why I choose the organization.

1.4: About my Internship
He is my supervisor. His name is Mohammad Morshedul Alam. He is the Joint News Editor of the Alokito Bangladesh. He is a brave journalist and so beautiful his behavior as like as character. He is very helpful person and nowadays that is rare to see. Every person has lots of thing to learn from him. He is also a very good man. He has sufficient respect for everybody in the office.

1.5: Duration of the Internship program
Last 3 months I can perform internship in the daily Alokito Bangladesh. 29 May to I work 7 hours in everyday in a single week. It can be finished at 28 August.

Chapter-2
Activities during Internship

2.1 List of weekly Activities

1st week (June-1 to June 7)
► I Introduced myself & everyone got Introduced. ► Get Instruction from Shift Incharge Humayun kabir Tomal & about my sector in Alokito Bangladesh. ► The 1st week was work how to copy news & how to edit.

2nd week (June-8 to June 15)
► Good Idea about editing. ► Continue news editing. ► Translated a international news.

3rd week (June-16 to June 22)
► Central desk offer. ► Continue news editing. ► Creating Weather news.

4th week (June-23 to June 28)
► Discuss with joint news editor about my work. ► Continue news editing. ► Wrote a special report.

5th week (July-6 to July 12)
► press release edit. ► Continue news editing. ► Comfile news editing.

6th week (July-13 to July 19)
► Some news collect others news portal & Edit. ► 2 International news edit. (India, Kashmir) ► Continue news editing. ► Comfile news editing.

7th week (July-20 to July 26)
► Some news collect others news portal & Edit. ► Some political news editing. ► Comfile news editing. ► Page makeup.

8th week (August-3 to August 8)
► Some news collect others news portal & Edit. ► Continue News Editing. ► Comfile news editing. ► Page makeup.

9th week (August-9 to August 17)
► International news editing. ► Page makeup. ► Comfile news editing.

10th week (August-21 to August 28)
► Some press release editng. ► Page makeup. ► Some Official directions from Shift Incharge. ► I talk with supervisor about my work experience.

2.2: Work place log
Chapter-3 Learning & Experience

3.1: Knowledge Gathering
I can perform to my internship properly at the daily Alokito Bangladesh. In this 3 months I can gather my knowledge about this institution. I can work to this paper at central desk post. Sometimes I can work at international editors part. On the other hand I can also perform at entertainment desk, religion purpose desk, business desk, Sports desk and also gather experience in this part. I work in this paper at sub-editor in central desk. In this desk i can how to collect news in this part. Bangladesh have lot of news central desk .Every site of desk i can work. Other site the news can also be include environmental news, sad news, Good news, press release now can be copy to other news portal. I can be learn about it. Every newspaper have a sub- editor. Sub-editor can be instruction how to prepare a news. Which colum can be situated which part of paper. It will be desided to sub-editor. In this part I can learn how to

https://www.turnitin.com/newreport_printview.asp?eq=1&eb=1&eam=10&oid=1166548248&sid=0&n=0&m=2&svr=27&r=30.09124676624846&lang=en... 2/4

9/3/2019

Turnitin

makeup to the news. On the other hand, I can learn how to manage a office every member in this office to have a good relationship each other i can learn also. 3.2: Tools & Technologies used In this paper various equipment and technology can be used. In this house firstly needed internet connection. Every work in this house to be needed internet connection. Computer, UPS, Telephone, Printer etc is the important part of this office. On the other side can be included IT sector. Computer Microsoft word can be used to work. If load sheeding , we can be used UPS to supply electricity. Every sub-editor can be used telephone to solve this problem about our editing. Alokito Bangladesh can be used windows server 2012. In this device we used E-set anti-virus system. 3.3: Special Experience I am a student of the Daffodil International University at Journalism and Mass Communication. In my hon's course at 4 years I can not contact any media house. I can not know about how to work at paper office and to make a news in office. When I can join in Alokito Bangladesh. I can gather more experience about how to edit the news, how to work at this news collection in this central desk. I can join and started a news editors in this desk and 1st june first my editing news are published in Alokito Bangladesh in this day. I can pleased and special day in my life

Chapter-4 Evaluation 4.1 : Academic learning & Practical work 4 years I can be finished my hon's course at journalism and mass communication. In my student life I can learn in the paper to TV channel, online news portal, Media history. Other experienced journalist life history can be also read. Other side of my country (others country), paper, news channel how to work I can be known. I can also visited Jamuna TV first time. After finished my hon's course I can work in this paper at last 3 months. Academic knowledge and practical knowledge have some different but I can gather knowledge about our academic side. I can learn about my academic knowledge how to perform headline, introduction, finishing side at serialy in my academic knowledge and page makeup setting, also learn about my academic knowledge. Practical experienced also be aoolled my academic knowledge and every site of this work are fulfill my applying our practical knowledge. 4.2 : Expectation & Outcome I had completted my hon's in journalisam. I could learn many things in my study life. When I got an opportunity as intern in the daily alokito Bangladesh , I thought academic learning and practical work may not be same. May be it will tought to accommodate. But when I started working my thinking was change. I wanted to utilize my academic knowledge in real life experience and I could done that. I gained a good experience. 4.3 : Skills developed During Working 3 months in the daily alokito bangladesh as an intern I gained a lot .i could developed my skill. As like:- 1. Compile news 2. Mourn news 3. Positive news 4. Panel news 5. Different news 6. Backtop news 7. Weather news 8. Bangle typing 9. Page makeup 4.4 : Experience & Future Career This experience will help me a lot for my future carrier. I thought this experience will be the backbone of my dream to be a great journalist. Chapter-5 Conclusion 5.1: SWOT Analysis Strengths: ? Reputable. ? Best readership. ? Strong Source. ? Have best reports. ? Everyday published update news. Weaknesses: ? Political influence. ? Office management problem. ? Not enough employers. Opportunities: ? Office place afford be onward. ? Employees afford be employed to promote news virtue. ? Facilities actual employees pleasure, afford be onward. ? Management afford be excellent. Threats: ? Loosing command for the ruling party policy. ? Onward struggle from various dailies. ? Online news abate encash of hard copies. 5.2: Recommendations Alokito Bangladesh is one of the elite news paper in our country.its circulation more over one lakh fifty thousand.due to lot of impedements this institution runs well. Some opinion about this media 1. Online should be more updated. 2. Entertainment page should be coloured 3. Update everyday e-paper 4. Enrich employes 5. Copy should be avoid 6. Saperate place of intern 7. Wage bord shoul be implement 8. Ensure

https://www.turnitin.com/newreport_printview.asp?eq=1&eb=1&esm=10&oid=1168548248&sid=0&n=0&m=2&sv=27&r=30.09124676624846&lang=en... 3/4

